রাজহংস

# রাজহংস

শ্রীসজনীকান্ত দাস

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

২৫।২ মোহনবাগান রো, শনিরঞ্জন
প্রেস হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ, চৈত্র ১৩৪২

যে চপল নদী পার হয়ে এল গিরি-বন-প্রান্তর,
কখনো আলোকে, কখনো অন্ধকারে,
থমকি দাঁড়ায়ে সহসা সে যদি চাহিত পিছন ফিরে,
হিমালয়-শিরে পেত কি দেখিতে কোথায় উৎস তার ?
এপারে-ওপারে ব্যবধান-ছেঁড়া গোমুখীর গূঢ়ব্যথা
বুঝিত কি নদী নদীজল কলকলে ?
বুঝিত না, তবু স্রোতোজলে পেত উৎসের পরিচয়।

জননী, কঠোর মৃত্যু তোমারে ঢেকেছে অন্ধকারে,
হ'ল সে অনেকদিন—
দেখিতে পাই না দেহ-ক্ষয়-করা সেই করুণার ধারা।
ওপার হইতে এপারে আমারে তুমি এনেছিলে মাতা,
হারাইয়া আজ গিয়াছ আমার জ্ঞান-বুদ্ধির পারে ;
বুঝিতেও নাহি পারি,
যে পথে চলেছি সেই পথে মোর ক্লান্তদিনের শেষে
রেখেছ কি পেতে স্নেহ-কোলখানি তব ?
বুঝিতে পারি না, তবু আছে আশ্বাস।

জননী, আমার জন্মদিবসে তুমি রচেছিলে সেতু
আমার আঁধারে-আলোকে, আমার অতীতে-বর্ত্তমানে।
তুমি নাই তাই এত ব্যবধান আলোকে-অন্ধকারে,
ব্যবধান-মুখে তড়িৎ-তীব্রজ্বালা !
যেখানেই থাক জননী, আবার সেতু কর নির্ম্মাণ,
সহজ-ব্যথায় আমারে প্রসব করো তুমি পরপারে।

জননী, তোমারে স্মরিয়া আমার কাব্যের দীপশিখা,
জ্বালাইয়া রাখি অবোধ অন্ধকারে,
দেখিতে না পাই, বুঝি অনুভবে, তুমি আছ কাছে কাছে ;
নিজে এসে মাতা, লহ মোর দীপারতি।

# সূচী

## হিমালয়


| | |
|---|---|
| রাজহংস | ৩ |
| কে জাগে ? | ৫ |
| কালকূট | ১০ |
| বজ্র-আশীর্ব্বাদ | ১৭ |
| দুই মেরু | ২২ |
| প্রেমের দেবতা | ২৫ |
| স্বপ্ন | ২৭ |
| তিমির-তীর্থ | ২৯ |
| সূর্য্যমুখী | ৩০ |
| এর চেয়ে মৃত্যু ভাল | ৩৩ |
| রবীন্দ্রনাথ | ৩৭ |
| রবীন্দ্রনাথ মৈত্র | ৪০ |


## নির্ঝরিণী


| | |
|---|---|
| পান্থ-পাদপ | ৪৭ |
| চেখভের ডার্লিং | ৫৮ |
| তমসা-জাহ্নবী | ৬৩ |


## অরণ্য-প্রান্তর


| | |
|---|---|
| বিষামৃত | ৭১ |
| হুইস্‌ল | ৭৫ |
| সরস্বতী | ৮১ |


## আকাশ-সাগর


| | |
|---|---|
| আকাশ-সাগর | ৮৫ |

# হিমালয়

# রাজহংস

আমি শুধু পেয়েছি জানিতে,
দিবসের খররৌদ্র অপরাহ্ণে ম্লান হয়ে আসে ;
সন্ধ্যার ছায়ান্ধকারে গুঁড়া গুঁড়া হয়ে উড়ে যায়,
দাবদগ্ধ দিবসের ভস্ম-অবশেষ !
জানিয়াছি, তারপরে ধীরে নামে অন্তহীন নিশা,
গ্রাস করে চরাচর মুখহীন কবন্ধ-বিস্তারে।
অনন্ত নিঃসীম শূন্যে তম-শীর্ষ তরঙ্গের ঢেউ,
ফুলিয়া ফুঁসিয়া ওঠে, নিঃশব্দের বুকে দেয় হানা,
দিকে দিকে লোলজিহ্ব তিমিরের চলে অভিযান।
তমসার কালো নীরে যত তারা গ্রহ-উপগ্রহ
দোলে তরণীর মত, প্রদীপের মিটি-মিটি আলো
তিমির-তরঙ্গাঘাতে কম্পমান ভয়ার্ত্ত শিখায় ;
ভয় হয়, ক্ষণে ক্ষণে কখন নিবিয়া বুঝি যায় !

কত যে নিবিয়া গেছে মহাকাল-বিপুল-প্রবাহে,
কত মানুষের প্রাণ, মানবের সন্ধ্যা ও দিবস,
কোটি কোটি হ'ল লয় বিন্দু বিন্দু ধূলিকণারূপে
কাল-কালিন্দীর নীরে।
হয়ত হতেছে সৃষ্টি মহাকাল-কালিন্দী-সঙ্গমে
নবতর দ্বীপ কোনো ; ধূলিকণা সেথা গিয়া লাগে,
এক দুই লক্ষ লক্ষ কোটি ও অর্ব্বুদ ধূলিকণা !

এর মাঝে হায় হায়, মোরা পশিতেছি গাঢ় স্নেহে
দিবসের খররৌদ্র অপরাহ্নে হয়ে আসে ম্লান,
কখন জেগেছে উষা তিমিরের কালো উপকূলে,
খররৌদ্র জাগিয়াছে মধ্যাহ্নের তপন-প্রভায়—
আঁখিতে লেগেছে রঙ, দুই আঁখি ভরিয়াছে জলে,
ভালবাসিয়াছি, আর বুকে কারে লইয়াছি টানি।

উড়িয়াছে রাজহংস মেঘাস্তৃত সুনীল আকাশে,
দুই পক্ষ বিস্তারিয়া শূন্যে করি' স্থিতির নির্ভর—
গতির নির্ভর করি' আকাশের লঘু বায়ুস্তরে,
কবে সে করেছে যাত্রা, ছাড়িয়াছে মাটির আশ্রয়,
কবে উত্তরিবে গিয়া তারো নাহি জানে সে ঠিকানা,
টলমল গাঢ়নীল হিমবক্ষ মানসের তীরে ;
উপলমুখর সেই মেঘচুম্বী পাহাড়ের কোলে
নীড়ের আশ্রয় তার।
সে-আশ্রয়ে নীড় আর শাবকের মাঝে
দিশাহীন নভোযাত্রা ক্ষণকাল রহে তার স্থির ;
বাহিরের স্থূল ডানা হয়ত ধূলায় মিশে যায়,
অন্তরের সূক্ষ্ম পক্ষ যুগে যুগে চলে ঝাপটিয়া
শত শত জন্ম-বিবর্ত্তনে—
সেথা তার নাহিক বিশ্রাম,
ক্লান্তি নাই, ক্ষোভ নাই তার।

ধরণীর রাজহংস আকাশের নীলাম্বু-বিস্তারে,
কত ক্ষুদ্র, গ্রহ-তারা-উপগ্রহমাঝে
আছে কি না আছে, জাগে অনন্ত সংশয়,
তবু সে একান্ত সত্য, সত্য তার গতির প্রবাহে ;

গ্রহতারা তার চেয়ে নহে সত্য বেশি,
অতি মিথ্যা ক্ষয়শীল বস্তুর প্রবাহ,
প্রাণহীন জ্যোতি।

ধরণীর রাজহংস জীবনের অনন্ত প্রতীক,
উড়িছে অনন্তকাল মহাকাল-আকাশ-সাগরে ;
নিম্নে কাল-কালিন্দীর তম-শীর্ষ তরঙ্গের ঢেউ,
ডাকিতেছে যুগে যুগে ঝাঁপ দিতে সে তিমিরনীরে,
ধরিতে পারে না তারে, উর্দ্ধে তার বিরাট প্রয়াণ,
উচ্চে নীচে চলে দুই গতির প্রবাহ,
চলিবে অনন্তকাল, মিশিবে না কভু একেবারে।
কোটি কোটি গ্রহচন্দ্র কোটি তারা পাইবে বিলয়,
লক্ষ সৃষ্টি ধ্বংস হবে, জন্ম লবে সৃষ্টি নবতন।

## কে জাগে?

শহরে সবাই ঘুমে অচেতন, জেগে আছে পেট্রোল,
বি-ও-সি এবং সোকোনি এবং শেল—
কারো আঁখি লাল, কারো চোখ দুধ-সাদা।
আর জেগে রয় রাস্তার মোড়ে বীটের পুলিস যত,
পৌষের শীত রাত্রি দুপুর বাজে।

জেগে আছে যারা পানের দোকানে মদের বেসাতি করে,
বিড়ির দোকানে কোকেন যাহারা বেচে—
চাটের দোকানে প্লেটে সজ্জিত কাঁকড়া, ডিমের ঝাল,

গলদা চিংড়ি, বেসনে পলতা-ভাজা—
শীতের হাওয়ায় শুকায়ে হয়েছে কাঠ।

জেগে আছে তারা এখনও যাদের জোটে নাই খদ্দের,
জুটেছে যাদের—পাখা খুলে দিয়ে ভূতের নৃত্য করে—
মদে আর গানে, চাটে, বাঁয়া-তবলায়।
স্খলিত বচনে ঘন ঘন তারা পান-ওয়ালারে ডাকে,
অকারণে চুমু খায়, হাসে, কাঁদে, গান গায় অকারণ।
বুদ্বুদ-সম কারেন্সি নোট হাওয়ায় মিলায়ে যায়।

জাগিয়া রয়েছে তাহাদের বধূ যাহারা ফেরেনি ঘরে,
মা-হতভাগিনী স্নেহময়ী কারো জাগে ;
রাত বাড়ে যত শুকাইছে বাড়া-ভাত,
সদর দরজা খুলে দিতে হবে, ঘুমে ঢ়লে আসে আঁখি।
সরিষার তেল প্রলেপ করিয়া চোখে—
জাগে বধূ, তার জ্বালাধরা চোখ জলে ছলছল করে,
বুকের জ্বালার প্রলেপ, পাশের ঘুমানো খোকার ঠোঁটে।
ললাটে তোলে না হাত,
অদৃষ্টেরে ধিক্কার দিলে পাছে লাগে অভিশাপ।
ভাবে ব'সে আর যত্নে লাগায় তালি,
দুইটি মাত্র পরনের শাড়ী, ছিঁড়েছে ধোপার ঘরে।

যক্ষ্মার রোগী জাগিয়া কাসিছে বসে,
নয়নের জ্যোতি ঝাপসা হতেছে ক্রমে,
চারিদিকে যত মানুষ এবং ঘরবাড়ী গাছপালা—
লাগে সুন্দরতর।

আঁকড়ি ধরিতে চাহিছে যখন, মুঠি খুলে খুলে যায়,
নিবে আসে ধীরে মলিন জীবন-বাতি।

তাহারই শিয়রে বসি,
ক্লান্ত প্রেয়সী তন্দ্রায় জেগে আছে,
জাগিবে যে কত দিন!
যত জাগে তত সিঁথির সিঁদুর চওড়া ও গাঢ় করে—
হাতের নোয়ায় মনে হয় তার ঠিকরে হীরক-দ্যুতি।

জাগে কারাগারে ফাঁসীর মঞ্চে কাল যার আয়ু শেষ—

যে জন শোনেনি বহুকাল কানে, প্রিয়া ডাকে, "ওগো শোনো"—
সাধের কন্যা ডাকে, "শোনো শোনো, বাবা।"
সহসা শিহরি মর্ম্মের মাঝে ডাক শুনে জেগে আছে;
কোথায় যেন রে বিনিদ্র ঘরে প্রিয়া ফেলে নিশ্বাস;
ঘুমায়, তবুও খুকী ছট্‌ফট্‌ করে।
কম্বলে তার শুয়ে আধখানা, আধখানা গায়ে দিয়ে,
লাপ্‌সি ভুলিয়া আঁধার কক্ষে চেয়ে কড়ি-কাঠ পানে,
জাগ্রত আঁখি ঝাপ্‌সা যাদের হয়—
তারাও জাগিয়া আছে;
তারা প্রতীক্ষা করে—
প্রিয়া-বাহুপাশ একদা জড়াবে গলে,
সাধের কন্যা কণ্ঠ-লগ্না হবে,
আছে আশা, আশা মনে তবু কত আছে।

কাল যার আয়ু শেষ—
সে জন জাগিয়া খোঁজে আকাশের তারা,

কঠিন পাষাণে বাধা পেয়ে চোখ, দেয়ালে কি যেন খোঁজে,
চটা উঠে গিয়ে এখানে সেখানে ফুটে ওঠে কত ছবি,
কত চেনা মুখ, অচেনা ভঙ্গি কত ;
ভুলে-যাওয়া কোন্ বাল্য সখীর ঠিক যেন এলো খোপা।
কবন্ধ আর ছিন্নমস্তা-ছায়া
দেয়ালে দেয়ালে জাগে—
চমকি জাগিলে মিলায় পলকপাতে।
মনে পড়ে যায়, পাশের বাড়ীর মেয়ে
একদা আসিয়া বলেছিল কবে, ভেঙে গেছে পেন্সিল,
বেড়ে দিতে হবে ;—সকাতর অনুরোধ!
ধমকিয়া তারে বলেছিল, নাহি হবে।
যে-বেদনা-ছায়া নেমেছিল কালো চোখে,
সেই স্মৃতিখানি কেন তার মনে আসে
কাল যার আয়ু শেষ!
মার আঁখিজল নহে,
কবে কোথা দ্রুত সাইকেলে যেতে, নেহাৎ অসাবধানে—
চাপা পড়েছিল একটি কুকুরছানা—
তাহারই আর্ত্তনাদ।

জাগে পাগলিনী, পাগলা-গারদে গরাদে রাখিয়া হাত,
ঘুম নাই তার চোখে,
মুখে হাসি ঘন-কান্নার মত ঠেকে,
পরনে জীর্ণবাস।
একে একে তার সন্তান যত মরিল কালের ঘায়ে,
জাগ্রত মহাকাল!

তাহাদেরই পথ চেয়ে জেগে আছে, জননী উন্মাদিনী—
অন্ধকারের চরণ-শব্দ শোনে নিবিষ্ট মনে,
হঠাৎ হাসিয়া উঠে ;
হঠাৎ আর্ত্তনাদে—
স্তব্ধ নিশার নিবিড় শান্তি ক্ষণ-বিঘ্নিত করি,
ডাকে, আয় বাছা, হাঁটি হাঁটি পায় পায় !
প্রসারিত বাহু ব্যর্থ শীতল হয়,
স্তন্যদুগ্ধ ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া পড়ে—
ফোঁটা ফোঁটা দুধ কারার ধূলায় পড়ে টপ্ টপ্ করি,
যুগান্তরের সঞ্চিত কালো ধূলা—
সৃষ্টি শিহরি উঠে—
কাঁদে গতি-বন্যায় !

জাগিয়া রয়েছে কবি,
গগনে গগনে অনাহত ধ্বনি, ধ্বনি মঙ্গলময়,
মলিন যা কিছু, যা কিছু অকল্যাণ—
সবারে ঢাকিয়া সেই সুর যেন নিখিল ছাপিয়া উঠে,
নয়ন ভাসিয়া যায়।

আর জাগে ভগবান,
জাগে নির্গুণ, পরম ব্রহ্ম, জাগেন নির্ব্বিকার,
ফুল হতে ফল, ফল হতে বীজ, বীজ হতে অঙ্কুর—
অঙ্কুর মেলে পাতা, সেই পাতা শুকায়ে ঝরিয়া পড়ে,
তারে তিনি দেন কোল !
জাগে অশক্ত সর্ব্বশক্তিমান—
জাগ্রত ভগবান।

শুধু হাসে মহাকাল—
হাহা সেই হাসি শুনিলাম যেন রজনী দ্বিপ্রহরে,
শীতের রাত্রি, মরা জ্যোৎস্নায় কুয়াসা গলিয়া পড়ে—
জনহীন রসারোড—
চলে চারি জন ক্লান্ত চরণে, ক্ষণে বদলিয়া কাঁধ—
মুখে অতি ক্ষীণ—বল-হরি-হরিবোল।
মহাকাল যেন হাসিল অট্টহাসে।
সে ক্রুর হাসিরে উপহাস করি আলোকিত দোতলায়-
নবজাত শিশু ককিয়ে কাঁদিয়া উঠে—
সেই জাগে চিরকাল।

## কাল-কূট

পেয়েছি মৃত্যুর বরাভয়।
বিলাসের কণ্ঠলগ্ন হয়ে, কলুষিত হয়েছে যাহারা ;
লোভে ক্ষোভে জিহ্বা-মুখে যাহাদের ঝরিছে নিয়ত
দূর হতে লালাস্রাবী প্রেম,
লোলুপ ছেলের মত জীবনেরে ভালবাসে যারা,
জীবনেরে ভালবাসে, ভালবাসে আর করে ভয়—
দু'কথা তাদেরে কহি, পেয়েছি মৃত্যুর বরাভয়।

রৌদ্র নাহি ভালবাসে, মাথার উপরে ঘোরে পাখা,
কেঁদে যায় আকাশের হাওয়া :
ছবির মেঘের বুকে দেখে তারা সিনেমার চাঁদ—
ষ্টুডিও উইয়ের ঢিবি হিমালয়ে করিছে আঁধার।

জলপূর্ণ কাচপাত্রে তাহাদের নীলাম্বু-বিস্তার—
উঠানের টবে হেরে বারিধির উন্মত্ত নর্ত্তন ;
সাগরে জলের ঢেউ আছাড়িয়া তটেরে কাঁদায়।

বালুময় বেলাভূমে ছাতার আড়ালে রহে তারা,
সেথাও ড্রইংরুম প্রেম।
তাদের বসন্ত আসে, ঝরে না গাছের মরা-পাতা,
রঙে সাজে কাগজের ফুল,
নিখুঁত জ্যামিতি-কষা 'বেডে' ফোটে ফুল মশুমী—
অপরূপ নাম তাহাদের ;
সে নাম যাহারা শোনে, মালীরে ধূলার দিয়ে দাম,
তাহাদের কানে কানে শোনাব মৃত্যুর শতনাম।

দশ ধাপ সিঁড়ি উঠে, বেঞ্চ-পাতা 'হলে' যাহাদের
নির্লিঙ্গ দেবতা শোনে চোখ বুজে অর্গ্যানে কোরাস্ :
তত ধর্ম্ম যত ওঠে হাই,
চর্ম্মের ভ্যানিটি-ব্যাগে দর্পণেতে দেবতার ছায়া,
আমি সেই দেবতার দেখিয়াছি মৃত্যুর স্বরূপ—
ধূলি বালি কর্দ্দম কঙ্কর ;
মর্ম্মর-বেদীর 'পরে দেখিয়াছি হাসিছে করোটি—
দেবতা মৃত্যুর পাত্রে পান করে জীবন-আসব,
পান করে, হাসে খলখল।
পমেটম-ক্রীম-ঢাকা চর্ম্মে হায়, লাগে না শিহর,
কর্ণে নাহি পশে অট্টহাসি!
ধর্ম্মের মন্দির-গর্ভে চিতাধূম দেখিয়াছি আমি—

প্রেমের বেদিকামূলে লেলিহান মৃত্যুর রসনা—
মহাকাল-করাল-ভ্রূকুটি।
মায়া-মোহ-যবনিকা ধীরে ধীরে করি উত্তোলন
জীবনের রঙ্গমঞ্চে দেখাব মৃত্যুর অভিনয়—
মৃত্যুরে করিয়া নমস্কার।

স্বার্থের উদ্দাম লীলা, লালসার উলঙ্গ মত্ততা,
প্রেমের মুখোস পরি' কি বীভৎস কামের কলুষ!
সন্তান গড়িয়া তোলে অর্থলোভী আয়ার সাধনা,
ক্লীব স্বামী ঔদার্য্যের ছলে,
পত্নীরে তুলিয়া দিয়া পরের মোটরে—
পর-অর্থে চালায় সংসার!

সংসার!
ঝড়ো হাওয়া আকাশে আকাশে—
ধূলিবালি ওঠে আবর্ত্তিয়া,
শাখাচ্যুত শুষ্ক পত্র শুষ্ক ফুল উড়িছে চৌদিকে,
ঝলসিছে শ্যাম কিশলয়।
ফুলের সংসার আর গাছের সংসার—
মরিয়া ঝরিয়া পড়ে ফুরাইলে আয়ু,
মরে আর বাঁচে।
জরাগ্রস্ত বিকৃতেরে বাঁচাবার নাহিক প্রয়াস,
পীতেরে সবুজ নাহি করে।

মানুষের ঘরে ঘরে ফুলের বাগান—
মাঠে মাঠে পথে ঘাটে গৃহের প্রাঙ্গণে

মানুষের প্রতিবেশী গাছেরা বিকৃত হয়ে আসে,
স্বভাব বীভৎস হয় ক্রমে ;
শতদল হয় দলহীন—
মৃত্যু হয় নিতান্ত মরণ।
সে-মরণ-ভীত আমি, মৃত্যুরে জেনেছি মহীয়ান—
জানাইতে চাই সবে মূঢ় সেই মরণ-স্বরূপ।

শিশুর পীযূষ-স্তন্য চাটিতেছে দন্তহীন বৃদ্ধের রসনা,
যে মরিবে সে মারিছে যে বাঁচিবে তারে—
গুরুভক্তি পিতৃভক্তি বংশের সম্মান,
বিরূপ বীভৎস হয়ে জীবনের রোধিয়াছে পথ।

একের লালসা—
অর্থবল, লোকবল, অসহায় দরিদ্রেরে অন্নদানবল,
পদ-প্রতিপত্তি আর ক্ষুধিতের উদরের ক্ষুধা,
দরিদ্রের স্ত্রীকন্যার বস্ত্র-অলঙ্কারে অভিরুচি,
মোটর-ব্যসন আর হোটেল-বিলাস—
সব কিছু মিলিয়াছে মিটাইতে একের লালসা
বহুরে বঞ্চিত করি।
এক-কাম-বহ্নি মাঝে বহু প্রেম দিতেছে আহুতি :
দগ্ধ-প্রেম-ভস্মে জন্মে উদরের সামান্য সংস্থান।

রমণীর মাতৃত্বেরে দিকে দিকে করিছে সংহার
পুরুষের বিকল পৌরুষ।
বক্ষে ক্ষীর আসিতে না পায়।

দেহ-বেচা অর্থে মাতা সন্তানের দুগ্ধ করে ক্রয়—
দেহ-জাত হায়রে সন্তান!

যুগযুগান্তর ধরি' পৃথিবীর মানবের শিশু
কাঁদিছে মায়ের কোলে বসি—
মাতা অসহায়—
সাম্রাজ্য-ফ্যাক্টরি-মদ-আফিম-কোকেন,
তাড়িখানা, রেস্তোরাঁ, হোটেল,
পথে পণ্যরমণীর ক্ষুধার্ত্ত ইঙ্গিত,
সভ্যতার রথচক্র ঘর্ঘরিয়া ছুটিছে উদ্দাম।
লোভী ছেলে ছুটে যায় পথে,
জননীর চোখের সম্মুখে
রথচক্রতলে তার ছিন্নভিন্ন দেহ,
রক্তস্রোতে কর্দ্দমাক্ত ধূলি।
সে লোহিত ধূলিজালে দেবতার মহান প্রকাশ—
অপরূপ মৃত্যুর বৈভব।

সমস্ত পৃথিবীব্যাপী দেখিয়াছি মানুষের চোখে
লালসার পঙ্কিল ইঙ্গিত।
মানুষের যন্ত্ররূপ, মানুষেরে করিতে হনন—
সর্পরূপে পশুরূপে পরস্পর চলে হানাহানি।
প্রভুত্ব দাসত্বে হানে, কদর্য্যতা হানে সুন্দরেরে—
বাহিরে মোহন আবরণ।
নাট্যালয়ে অভিনয়, সিনেমায় চলচ্চিত্র ছবি,
মানুষে টানিছে নীচে, টানে টানে ঘোর উন্মাদনা-
অর্থ দিয়া করে বিষপান।

আঁকড়িয়া ধরিবারে প্রিয়, প্রিয়তর জীবনেরে
জীবন চুঁইয়া পড়ে মুঠিতল দিয়া,
মৃত্যু আসে নিঃশব্দ চরণ।

সে মৃত্যু আমার মৃত্যু নয়—
দিগন্ত ছাইয়া উড়ে আমার শিবের জটাজাল,
আকাশ আঁধার করে অঙ্গের বিভূতি।
ভূমিকম্প নহে তাহা, নহে গিরি-বিদারণ-রূপ—
সে তো পলকের লীলা, নটেশের এক পদপাত,
দিকে দিকে থৈ থৈ মৃত্যুর তাণ্ডব।
তারই মাঝে জীবন-অঙ্কুর—
শাখা-পত্র-পুষ্প মেলে আলোকের পানে,
প্রলয়ে করে না ভয়, দাঁড়ায়ে মৃত্যুর মুখামুখি,
আপনি বাড়িয়া চলে আপন গৌরবে।

আমার মৃত্যুর মাঝে দধীচির নিজ অস্থিদান,
রাজা শিবি দেহ-মাংস অকাতরে করে নিবেদন
কপোত-শরণাগত লাগি।
ক্রুশ-কাষ্ঠে বিদ্ধ মোর সে-মৃত্যু মহান—
অগ্নিদগ্ধ বীরাঙ্গনা রূপ.
মৃত্যুতীর্থ স্নানে ধায় বীরদল উত্তর মেরুতে,
হিংস্র শ্বাপদের মুখে অরণ্যে গহন,
সুনিশ্চিত সলিল-সমাধি।
জীবের কল্যাণ লাগি মোর মৃত্যু করে আবিষ্কার
নব জীবরসায়ন,

অপরূপ যন্ত্র-উদ্ভাবনা, মৃত্যুকর স্পর্শি' হাসিমুখে—
হাসিমুখে ঝাঁপ দেয় ঘোরতর সমর-অনলে
আর্ত্ত পীড়িতের সেবা-কাজে।
বন্দীর বন্ধন,
মুক্তিকামী মৃত্যু মোর আপনার গলে লয় তুলি—
সে মৃত্যুরে করি নমস্কার।

দূর কর মোহ-আবরণ,
বৈশাখের উন্মাদ বাতাসে
ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক যুগান্তের কালো মায়াজাল,
হাসুক শ্যামল কিশলয়!
যে জীবন যুগে যুগে মৃত্যুরে করিল উপহাস,
মৃত্যুরে করিল নমস্কার—
করিল না ভয়,
শ্মশানের ভস্মস্তূপে সে জীবন খুঁজিছে আলোক,
মাটি ফুঁড়ি উঠিবে আকাশে—
মৃত্যুর বন্দনা-গানে,
সে জীবনে বার বার জানাই প্রণতি।
মৃত্যুরে করিতে জয়, নির্ভয়ে করিতে হবে পান
জীবনের সেই কাল-কূট।

# বজ্র-আশীর্বাদ

হান বজ্র, বজ্র হান, মেঘলোকবাসী হে বাসব,
বজ্র হান আমাদের শিরে।
দিতির সন্তান নহি, তবু মোরা দেবতা-বিরোধী—
সুদুর্ম্মদ অহঙ্কারে শূন্যপানে আস্ফালিয়া বাহু,
মেঘলোকে তুলি শির উচ্চ কণ্ঠে কহিতেছি ডাকি—
ত্রিদিবের অধীশ্বর আমি আছি,—আর কেহ নাই,
সৃজিয়া নিখিল বিশ্ব, সৃষ্টিধ্বংস করি আমি আপন খেয়ালে ;
জন্ম আর মৃত্যু এই জগতের সত্য ইতিহাস
আমিই রচনা করি।
ভোগ করি, করি ক্ষয়, অপচয়ে আনন্দ আমার—
অতীতে করি না নতি, ভবিষ্যের করি না সঞ্চয়,
যাহা আছে যাহা পাই মুঠি ভরি উড়াই ফুৎকারে,
অনন্ত কালের বক্ষে ক্ষণিকের বুদ্বুদ-বিলাস!

এর মাঝে তোমাদের কোথা স্থান, হে বাসব,
তোমরা অমরলোকবাসী—
নন্দনের পারিজাত-মাল্য শোভে গলে তোমাদের,
নিশিশেষে মালা না শুকায়—
নৃত্যরতা উর্ব্বশীর নগ্নতা বীভৎস নাহি হয়।
স্খলে না চরণ তার, থামে না সে অশ্রুসিক্ত আঁখি,
কামনা-জড়িত কণ্ঠে তীব্র স্বরে ওঠে না ঝঙ্কারি।
তোমরা চাহিয়া থাক নিত্যকাল অপলক আঁখি,
ঘুমঘোরে নাহি পড় ঢুলে,

কাম-কন্টকিত দেহে আছাড়ি পড় না কোনো অপ্সরা-চরণে,
ব্যর্থতার অশ্রু কভু গড়ায় না দুই চোখ বেয়ে।
কামহীন মৃত্যুহীন অবিরহী হে দেবতাকুল,
আমরা কাঁদিয়া মরি তোমাদের ভাগ্যহীনতায়—
আমাদের মাঝখানে তোমাদের কোথা দিব স্থান ?

তোমরা উর্দ্ধেতে থাক, হে দেবতা নন্দননিবাসী—
উর্দ্ধ হতে আমাদেরে কর কর বজ্র-আশীর্ব্বাদ—
হান বজ্র আমাদের শিরে।
আমরা মরিতে চাই, মরিয়া বাঁচিতে চাই মোরা—
ধরার মৃত্তিকাবক্ষে পদচিহ্ন নিমিষে মিলায়—
অনন্ত অশেষ প্রেম তাও ধীরে শেষ হয়ে আসে।
ক্ষণকাল পূজা করি অতি ব্যর্থ স্মৃতির মন্দিরে
স্মৃতির শ্মশানভস্ম কালস্রোতে ফেলে দিই টানি।
মনে রাখি, ভুলে যাই, ভালবাসি, ঘৃণা করি, পুনঃ
যাহারে ঠেলিয়া ফেলি তারি লাগি কাঁদিয়া ভাসাই।

আপনারে উৎসারিয়া আবরিয়া ফেলি এ নিখিল,
ভেঙেচুরে চলে যাই নিঃশঙ্ক গর্ব্বান্ধ পদাঘাতে,
দলিয়া পিষিয়া মারি নিজ হাতে আপনার জনে ;
নির্ম্মম কুঠার হানি' সম্মুখে রচিয়া চলি পথ,
পিছু ফিরে অকারণ খল খল হাসি অট্টহাসি।

সবারে পশ্চাতে ফেলি' দূরে গিয়ে ফেলি' অশ্রুজল।
হতাশায় ভেঙে পড়ি, পথ ছেড়ে হই যে বৈরাগী ;
মনে হয় মিথ্যা সব, কিছুতে নাহিক প্রয়োজন।

চোখে পুন লাগে রঙ, ধরা পড়ি, করি যে শিকার,
প্রিয়ে করি প্রিয়তর, প্রেয়সীরে প্রিয়তমা করি।
মদিরাবিহ্বল নেত্রে মধ্যরাত্রে পূজি বারাঙ্গনা,
শুচিস্নান করি প্রাতে দেবীর মন্দিরে দিই পূজা।

এও ক্ষণিকের খেলা, মৃত্যুর বধির অন্ধকারে
নিঃশব্দে ডুবিয়া যাই অলক্ষিতে সহসা একদা।
ঢেউয়ের পশ্চাতে ঢেউ, এক যায়, পুনঃ আর আসে,
শ্মশানের শুষ্ক চরে পলি পড়ে, ফসল গজায়—
পাষাণে জলের লেখা—মানুষের এই ইতিহাস।

শাশ্বত নন্দনে তব, হে বাসব, কে আছে দেবতা,
পড়ে পাষাণের লেখা, গোণে মর-জীবনের ঢেউ ?
কেহ নাই, নিঃসঙ্কোচে হান হান হান বজ্রবাণ,
হান বজ্র আমাদের শিরে।
মরিতে করি না ভয়, যুগে যুগে মরিয়াছি আমি—
আমার গগনস্পর্শী স্পর্দ্ধা কত মিশিল ধূলায়—
কত উর, ব্যাবিলন, ইন্দ্রপ্রস্থ, অযোধ্যা, কার্থেজ,
যুগে যুগে কত জাতি জন্ম নিল, মরিল নিঃশেষে—
ফারাও, কাইসার কত, শার্লমেন, চেঙ্গীজ, তৈমুর—
পাষাণ-মর্ম্মর-মূর্ত্তি কারো আছে, কারো পড়ে ভেঙে,
স্মৃতি সে পাষাণ-ভার বিস্মৃতির প্রত্যন্ত সীমায়।

বাঁচিবারে চাহি নাই, বাঁচি নাই শামুকের খোলে,
শাখা ত্যজি ধরাপৃষ্ঠে নামিয়াছি মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষায়,

মেঘচুম্বী দেবলোকে মুহুর্মুহু হানিতে কুঠার
করেছি আকাশযাত্রা কামনার ডানা ঝাপটিয়া।
সাগরে ভাসাই তরী, ডুবিয়াছি গহন গভীরে
অতিকায় জলসর্প শুয়ে যেথা প্রবাল-শয্যায়।
মরুপথে অভিযান, ঘনারণ্যে শ্বাপদ-গুহায়,
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা খুঁড়ি নন্দনের মাণিক্য-সন্ধান,
হিমাচল-শৈলচূড়ে মৃত্যুসাথে যুঝি বারম্বার—
তুষারেতে পদচিহ্ন মুছে যায় হিমমেরু-পথে।
বহ্নিরে করেছি বন্দী, অশনি শোনায় মোরে গান,
সে গানের অন্তরালে লক্ষ লক্ষ মৃত মানবের
উঠিতেছে অবিরাম মৃত্যুঞ্জয়ী জয়োল্লাসধ্বনি!
তুমি কি শুনিতে পাও, হে বাসব, সে জয়-সঙ্গীত?
তোমারে উপেক্ষা করি মানবের এই অভিযান—
স্নেহচক্ষে দেখিয়াছ, অতিলুব্ধ মানব-সন্তানে,
আমারে করেছ ক্ষমা?

দেখিয়াছ, হে দেবতা, যুগে যুগে কর আশীর্ব্বাদ,
রূঢ় বজ্র হানিয়াছ বারম্বার মানবের শিরে—
আজো হানিতেছ তাহা, ঊর্দ্ধে থাকি' প্রবল বিক্ষেপে,
হান বজ্র আমাদের শিরে।
স্পর্দ্ধা মোর ভাসায়েছ কতবার প্রলয়-প্লাবনে,
ফুঁসিয়া বাসুকী তব বারম্বার নাড়িয়াছে মাথা,
আমারে ঢাকিয়া গেছে লাভাস্রোত আগ্নেয়গিরির,
উত্তাল তরঙ্গাঘাতে কত তরী ডুবিল অতলে,
কত গৃহ উড়িল ঝঞ্ঝায়—
কত বজ্র হানিয়াছ যুগে যুগে মহামারী রূপে!

কি তাতে হয়েছে ক্ষতি, হে বাসব ? এরি মাঝখানে,
আমার প্রচণ্ড দম্ভ বারম্বার হাসে অট্টহাসি।
এরি মাঝখানে,
মহাযুদ্ধে বারম্বার আপনারে করেছি হনন—
মুহুর্মুহু গর্জ্জিল কামান,
বিষবাষ্প ছড়াল চৌদিকে—
শ্যামল ধরণীবক্ষ করিয়াছি মৃতের শ্মশান।
আত্মঘাতী দম্ভে মোর, হে দেবতা, ওঠ না শিহরি ?
কর না কি বজ্র-আশীর্ব্বাদ—
তোমার প্রচণ্ড বজ্র পড়ে নাকি নিষ্ফল হুঙ্কারে
অসতর্ক অসহায় আবরণহীন এই মানুষের শিরে !
আর কত বজ্র আছে, হে বাসব, ওহে বজ্রপাণি,
কত অস্থি, কত দধীচির ?
দিতির সন্তান নহি, তবু মোরা দেবতা-বিরোধী—
তোমাদেরে করি না স্বীকার—
বজ্র হান, বজ্র হান শিরে,
বজ্র হান, হে বাসব।

# দুই মেরু

আমার মনের এই দুই মেরু উত্তর দক্ষিণ,
দুই হিম-মেরু নহে তুহিন-শীতল।
তুষার-আবৃত হিম উত্তর আমার,
ক্ষীণ রৌদ্রহীন আলোরেখা,
ক্ষণে ক্ষণে উঠে ঝলসিয়া—
মৃতের অধরে ম্লান পাণ্ডুহাসি যেন।
প্রাণ যদি থাকে সেথা, টলমল থাকে যদি জল,
গাঢ় বরফের তলে গূঢ় হয়ে আছে—
হিম-মরু, হিম-আঁধি, বহে হিম-ঝড়।
নিশ্বাস নাকের কাছে জমাট বাঁধিয়া
ধোঁয়া হয়ে নয়ন ধাঁধায়।
আকাশে ওড়ে না পাখী, গাছ নাই, শাখায় কুলায়—
মেলিয়া আড়ষ্ট পাখা, হেঁটে চলে পেঙ্গুইনদল;
বরফ-শীতল-জল আলোড়িয়া তিমি সীল হিমের তিমিরে
দ্বিধায় লুকায়ে থাকে,
মাতালের মত টলে রোমশ ভালুক।

মনের উত্তর মেরু, আলো-অরোরার,
মৃত্যু নাই; মৃত্যুহীন গাঢ় শীতলতা,
ছায়াহীন আলো!
কালের কুটিল গতি সেথা স্তব্ধ রয়।

মনের দক্ষিণ মেরু উত্তপ্ত ফুটিছে
রক্ত-রাঙা লাভা-স্রোত আগ্নেয়-গিরির।
মরে, পচে, পাকে চুল, শাখাপত্র খসি খসি পড়ে—
ফুলের সুগন্ধে বায়ু ক্ষণেক মন্থর,
পূতিগন্ধ ক্ষণে ক্ষণে নাকে আসি লাগে।
ভাল মন্দ রমণীয়, বীভৎস বিকৃতি—
চলে কালস্রোত!

দক্ষিণ মেরুতে মোর বারিধি-গর্জ্জন,
রৌদ্রকরে নীল জল উঠে ঝলকিয়া,
সামুদ্রিক লক্ষ জীব উত্তাল তরঙ্গে করে খেলা,
রৌদ্র-স্পর্শ দেহে মাখি তল-হীন অতলে তলায়।
ফেনারাশি নৃত্য করে ঢেউয়ের শিখরে,
আকাশেরে ছুঁইতে প্রয়াস,
বাতাসে ছোবল মারি' রহি রহি নিষ্ফল হুঙ্কার।

দক্ষিণ মেরুতে মোর পৃথিবীর সব নদী মেশে,
আবর্ত্ত পঙ্কিল।
ভেসে আসে শব-দেহ, ভেসে আসে কাঠ-খড়-কুটা,
বিচিত্র ধরার আসে মৃত্যু ও জীবন-পরিচয়,
আলো অন্ধকারের সন্দেশ।
পথের বন্ধুরা আসে, ঝড়ো হাওয়া, ডানা-ভাঙা পাখী,
ওড়ে চিল, ওড়ে মাছরাঙা;
কানাকানি হাসি ও চীৎকার,
কখনও বৈঠকী গান, কভু একা একতারা সাধা।

দক্ষিণে যৌবন মোর, অর্থহীন উন্মত্ত প্রলাপ।
তপ্ত ভোগ তপ্ত কান্নাহাসি—
দিবস-রজনী আসে, লোভী বারবনিতার রূপে।
গূঢ়-ফণা-কামনার লেলিহান জিহ্বার বিস্তারে
মেরুর উত্তাল জলে অরণ্যের বিভীষিকা জাগে—
সুন্দর কুৎসিত,
সব মিলি আমি অপরূপ।

উত্তর উত্তরে মোর, দক্ষিণে দক্ষিণ,
দোঁহে দোহাকার নাহি জানে পরিচয়—
দুই শুধু এক হ'ল আমার অন্তরে ;
পরিচয়হীন ক্রোধে—
নিষ্ফল আক্রোশে দুয়ে এ উহারে হানে।
এই হানাহানি,
আমার অন্তর ব্যাপি নিরন্তর এ দ্বন্দ্ব-মন্থন,
বিষবাষ্প উঠে আবর্ত্তিয়া,
কুৎসিতে সুন্দর করে, সুন্দরে ভীষণ।

উত্তরে দক্ষিণে মিলি মোর আমি রয়েছে বাঁচিয়া,
অলক্ষিত দেবতার চরণে গোপনে লোটে মাথা,
সেই মাথা লাল হয় নিপীড়িতা রমণীর সিঁথির সিঁদুরে,
দরিদ্রে সর্ব্বস্ব দিয়ে বঞ্চিতের সর্ব্বস্ব কাড়ায়।

দক্ষিণে সবার আমি, উত্তরে আমার আমি একা,
পথের বকুল-ছায়ে উত্তরেতে আমার সমাধি—

ফাল্গুনের উন্মন বাতাসে
শাখাচ্যুত ফুলদল পড়ে আসি শিয়রে আমার ;
অজ্ঞাত পথিক আসি ফেলে বেদনার অশ্রুজল—
আমার মৃত্যুর মৃত্যু সেখানে হয়েছে বহুদিন।

দক্ষিণেরে ভালবাসি, উত্তর আমারে করে প্রেম,
সমাধি-শয়ন রচি' মোর লাগি সে জাগে প্রহর,
দক্ষিণে আঁকড়ি লোভে আমিও অনন্তকাল ধরি'
রচি উত্তরের ব্যবধান।
জানি না, মৃত্যুর অন্ধকারে
উত্তর দক্ষিণ মোর মিলে গিয়ে এক হবে কি না,
হয়ত প্রতীক্ষা তারই করি।

## প্রেমের দেবতা

প্রেমের দেবতা তোমারে প্রণাম করি।
মানবের প্রেমে মানবী-গর্ভে মানবের দেহ ধরি
কত যন্ত্রণা সহিয়াছ পলে পলে,
প্রেমের পরীক্ষায়
নিমেষের তরে না মানিয়া পরাজয়,
যাহারা তোমার লাঞ্ছনা মাঝে উল্লাস করিযাছে
সেই মূঢ়দের যত করিয়াছ ক্ষমা,
এই অনাগত ভবিষ্যতের অনাগত মানুষেরে
স্মরণ করিয়া বিলায়েছ যত প্রেম,

আজিকে আমার বক্ষের মাঝে করি আমি অনুভব
সেই যন্ত্রণা, সেই ক্ষমা, সেই প্রেম ;
যন্ত্রণা সীমাহীন,
ক্ষমা সে অসম্ভব,
সর্ব্ববিজয়ী সেই অপরূপ প্রেম।
বিস্ময় মানি তোমার মহিমা স্মরি',
প্রেমের দেবতা, তোমারে প্রণাম করি।

হে প্রভু, তোমার সেই প্রেম আজ কবরে পড়েছে চাপা ?
তুমি ফিরে আস নাই ?
জগৎ ব্যাপিয়া হিংসার হানাহানি,
স্বার্থের সংঘাত !
তব নাম লয়ে মুখে
তোমার প্রেমের অপমান করে যারা,
নিখিলের আলো কালো হয়ে এলো তাদের বিষোদ্গারে ;
হে আলোর দূত, তুমি কোথা, কোথা তুমি ?
তোমারে এখন সাজে কি পিতার কোল !
মানুষের প্রেমে মানুষ হয়েছে যেবা
এই উপেক্ষা হে প্রভু, সাজে না তাঁর !

মৃত-সাগরের চারি পাড়ে আজ আমরা করেছি ভিড়,
ভিড় করিয়াছি গাঢ় তিমিরের তীরে,
কাঁদিতেছি অনাহারে—
রুটি নাই প্রভু, মাছের টুকরা নাই।
তুমি এস এস, এ মৃত-সাগর পায়ে হেঁটে হও পার,
ভাস্বর দেহে দাঁড়াও অন্ধকারে ;

ক্ষুধিত জনেরে রুটি দাও, জল দাও—
প্রেম দাও প্রভু, তোমার অমর প্রেম।
ধন্য করেছ মানুষে একদা মানুষের রূপ ধরি',
সে মানব মরিয়াছে—
তোমার পরশে মৃতেরা লভুক প্রাণ।

## স্বপ্ন

বহু যুগ-যুগান্তের প্রচ্ছন্ন বিস্তারে
মনের জড়তা মোর গতিবেগে লভিয়াছে স্বপ্নের সুষমা।
যত দ্বিধা, যত ভয়,
দিশাহীন তিমিরের যত দ্বন্দ্ব, যতেক সংশয়—
যত চলিয়াছি পথ—
জ্বলিয়া নিবেছে আশা, হইয়াছি ভগ্ন-মনোরথ ;
জড়পিণ্ডরূপ ক্রমে তীব্র তীক্ষ্ণ ধরেছে আকার,
দীর্ঘতর দিন মোর, ছোট হয়ে আসিয়াছে ধীরে,
আমার মানস-লোকে মোহাচ্ছন্ন নিশীথের অমা।

দীর্ঘ দেহ, কায়া সুবিপুল,
ছিল মোর সুদীর্ঘ জীবন—
অরণ্যের পশুসম অরণ্যেরে করি অনুভব !
নগ্নবক্ষে নগ্নদেহে এক হয়ে প্রকৃতিরে বোঝা—
বজ্রবৃষ্টি আলো-বাতাসেরে
অবাধ স্পর্শের দিয়া প্রেম।

ক্ষুধিত বক্ষের মাঝে তার পরে জেগেছে বাসনা,
নগ্ন, স্বাভাবিক।
হিংসা জাগিয়াছে মনে, নিরুদ্বেগে করেছি হনন;
ধীরে ধীরে রচি' অন্তরাল
প্রকৃতির কোল হ'তে বিচ্ছিন্ন করেছি আপনারে;
এক যাহা দুই হয়ে পরস্পর করে হানাহানি।

•

তারো পরে দেহে মনে জেগেছে বিকার;
বিরাট বিশ্বের সৃষ্টি ক্ষুদ্র ক্ষুব্ধ মনের মাঝারে,
এক হ'ল বহু।

গোপন অন্তরে মোর তারো পরে জাগিয়াছে প্রেম,
কাঁদিয়াছি, বাসিয়াছি ভাল—
বহুরে করেছি এক বারম্বার ভালবাসা দিয়ে,
বারম্বার পরাজয় মানি।

তবু স্বপ্ন সত্য মোর, তবু আমি যা ছিলাম, নহি,
আঁধার ভবিষ্য-গর্ভে রুদ্ধ আলো করিছে ক্রন্দন।

# তিমির-তীর্থ

হে উষা আমারে কর ক্ষমা।
আলোকের পরপারে অন্ধকারে আমার বসতি,
সেথা গাঢ় গহনের মাঝে
কায়াহীন ছায়া সব নৃত্য করে আমারে ঘিরিয়া,
ছিন্নমস্তা রুধির-পিপাসু,
কবন্ধ আকার কত রক্তমাংস জড়পিণ্ডপ্রায়
বাহু মেলি' বন্দী করিয়াছে।
পূতিগন্ধ অন্ধকারে তাহাদেরই মাঝে মোর
চরিতার্থ দূষিত বাসনা।
সে তিমির পার হয়ে বাহু মোর ধরিতে না পারে—
হে উষা, হে স্বয়ম্প্রকাশ,
বহ্নিদীপ্ত ও কায়া তোমার।

এ আঁধারে বসি বসি শিহরিয়া করি অনুভব
অরুণের জয়যাত্রা, হে উষসী, তোমার উদয়ে।
আধ-অবগুণ্ঠনের মাঝে
আলোরে আড়াল দিয়া তিমিরের করিছ সাধনা;
সেই তব পরাজয়, বিজয় আমার,
তবু ইহা গর্ব্বের তো নহে!

বসি ক্লান্ত নিঃশব্দের তলে,
আতঙ্কিত কর্ণে মোর রহি রহি শুনিবারে পাই—

মত্ত গূঢ় বাসনার লক্ষ লক্ষ ফণার গর্জ্জন ;
শুষ্কপত্র মর্ম্মরিয়া শ্বাপদের নির্ভয় বিলাস।
মোর উত্তেজনা
আমারে করেছে বন্দী, ভালবাসি তাই এ তিমিরে,
ভালবাসি এ পঙ্ক-কর্দ্দম।
তোমারে ধরিতে সাধ নাই,
হে উষসী, মোরে কর ক্ষমা।

## সূর্য্যমুখী

অবোধ সূর্য্যমুখী—
নিন্দা রটেছে, সূর্য্যের পানে চেয়ে কাটে দিন তার,
রবিহারা রাতি ঘুমের বিকারে কাটে ;
মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা তাহার নাম,
মিছা লোক-অপবাদ।
সূর্য্যমুখী সে নিজ-অন্তরমুখী ;
সব স্নেহ মায়া মমতা ও ভালবাসা
বিধাতার শাপে ভাগ হয়ে গেছে আলোকে-অন্ধকারে,
বিধাতার বর বলিতে তোমরা পার !

জীবনে সূর্য্য এসেছিল একদিন
তবু সে সূর্য্য নয়—
অমাবস্যার গাঢ় তমিস্রা জমাট বাঁধিয়া কবে
ছুঁয়ে গেছে তারে রবির ছদ্মবেশে,

কালো করে গেছে আলো-ভোলা বুকখানি,
প্রথম প্রণয়-পরশ-লোলুপ দুরু দুরু বুকখানি।
কেহ দেখে নাই, কে এল—রবি না তম,
উৎসব-সুখে মগ্ন সকলে, উৎসুক-সুখে নিমীলিত আঁখি তার,
দল মেলিবার আশায় ব্যাকুল কোরক-সূর্য্যমুখী—
সেও দেখে নাই, নহে তার অপরাধ।

হ'ল সে অনেক দিন—
কালোর ছোঁয়ায় কালি হয়ে দল মেলেছে সূর্য্যমুখী,
বিষপানে জর্জ্জর।
হঠাৎ একদা নিশীথ-বেলায়, হঠাৎ ভাঙিল ঘুম,
চমকি জাগিয়া দেখিল সূর্য্যমুখী—
রাজপুত্রের ঘুচেছে ছদ্মবেশ,
রবি সে আঁধার-রবি।
পাপের বিকার বুকে বসিয়াছে দেবতার রূপ ধরি,
তখন সময় নাই।

পাপ চলে গেল, কাঁদিল সূর্য্যমুখী,
অবোধ সূর্য্যমুখী।
দলগুলি মেলি' নিশীথ শয়নে আজিও জাগিয়া আছে!
দিবস বিফল তার,
দিনের রৌদ্রে আবরি' আঁধার হেনেছে মৃত্যুবাণ,
সে রূঢ় আঘাতে কাঁপিয়া কাঁপিয়া কাঁদিল ফুলের প্রাণ,
মরিল না একেবারে।

সে হ'তে সূর্য্যমুখী
আলোর লাগিয়া বাহু মেলে আছে অবোধ অন্ধকারে।

দীপ্ত সবিতা, রুদ্র বিবস্বান—
ছদ্মবেশী সে পাপ-তমিস্রা নহে ;
এক নিমেষের ভুল,
দীর্ঘ জীবন টানিয়া টানিয়া চলিতে সে নাহি পারে।
তবু হায়, হায় হায়—
সিঁথির সিঁদুর হাতের লৌহ—ডাকিছে বহ্নিশিখা ;
দেহের মাংস আজও,
কুঞ্চিত হয়, পুঞ্জিত হয়ে ধরে বাসনার রূপ,
বলে এসো, এসো তম,
চির-জীবনের নাহি চাই রবিকর,
এই ক্ষণিকের আঁধারই সত্য বেশা।

বলিছে সূর্য্যমুখী—
হে পাপ-দেবতা, আলোর অন্তরালে,
তোমার পরশে আমার পরশ একদা স্বপ্নাবেশে
সৃজন করেছে বিপুল সম্ভাবনা—
অন্ধকারের বুক-চেরা ধন, তোমার মিথ্যাচারে
আলোকে চাহিছে প্রবেশের অধিকার।
তাহারা সত্য, তাহারা সত্য, তাহারা সত্য তবু,
তাহারা আলোর দূত।

আঁধার সূর্য্যমুখী—
আলোর কিরণ আশ্রয় করি' আঁধারের দীপগুলি
জ্বালিবারে চায়, জ্বলিতেছে তাই নিজে ;
সূর্য্যমুখার সূর্য্য আজিও মেঘ আবরণে ঢাকা।

কখনও কি হায়, ছিঁড়িবে সে মায়াজাল,
ভুলে যাবে তার কোরক-দিনের আঁধারের ইতিহাস,
ভুলিবে সূর্য্যমুখী ? ভুলিতে কি কভু চায় ?
ঘনায় যখন নিশীথের কালো মায়া,
ঘুমায় অলস দল,
জাগিয়া জাগিয়া জাগিয়া সূর্য্যমুখী
আঁধারে কামনা করে—
আঁধার ছানিয়া পাপ-দেবতার ছায়া
রূপ ধরি' যেন নামে বক্ষের পাশে,
ভুবাহু বাড়ায়ে ধরিতে তাহারে যায়।
পাপেরে তখন পাপ বলি নাহি গণে,
সূর্য্যের চেয়ে অমাবস্যার তমিস্রা ভালবাসে,
মনে মনে বলে, হে দেবতা, মোর তম যেন নাহি কাটে।

সূর্য্যমুখীর আলোহীন ইতিহাস
আঁধারে গোপন থাকে।

## এর চেয়ে মৃত্যু ভাল

এর চেয়ে মৃত্যু ভাল, জানি জানি তাও আমি জানি,—
নিরাশার অন্ধকারে প'ড়ে থাকা চিরদিনমান,
মরে যাওয়া ভাল তার চেয়ে!
প'ড়ে প'ড়ে মার খাওয়া—মরে যাওয়া ভাল তার চেয়ে—
এ কথা জেনেছি কবে, তবু আজো মরিতে পারি না।

মৃত্যুরে কি করি ভয়, জীবনেরে ভালবাসি এত ?
আঘাতে আঘাতে আর নিঃসংশয় অপমান মাঝে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে বুকে আশা-আনন্দের বন্যাস্রোত ?
কি যেন রয়েছে বাকী বিধিলিপি আমার ললাটে,
পীড়নের দাবদাহ উত্তরিয়া পাব একদিন
ধবল রজতকান্তি আরামের সুখশয্যাখানি।
সোনার অরুণ আলো হয়তো বা সহসা একদা
বেদনা-শিথিল মোর মৃত্যুমুগ্ধ শীতল ললাটে
অন্ধকার নিশিশেষে হানি যাবে উত্তপ্ত পরশ—
বেঁচে আছি তারি প্রতীক্ষায় ?
মরিতে পারি না বলে বাঁচিয়া রয়েছি এতদিন ?

আমার ক্ষুধার অন্ন বুকে লয়ে জননী বসুধা
নিশিদিন জেগে আছে মোর মুখে নির্ব্বাক চাহিয়া।
স্তন্য দুগ্ধ ক্ষরিতেছে নদীর প্রবাহে,
অন্নভারে ফাটিতেছে মাটি,
স্বর্ণ রৌপ্য লৌহ আর বহ্নির ইন্ধন—
গতির ইন্ধন যত, মাতা বসুমতী
রেখেছে সঞ্চয় করি নিজ বক্ষতলে—
মোর প্রয়োজন লাগি জননীর আত্মসমর্পণ।

জননীর বক্ষতল নিষ্পেষিয়া করে যায় খালি,
চক্ষে তার বাষ্পোচ্ছ্বাস জাগে !
একে লইতেছে কাড়ি' অন্যের আশ্রয়,
করিছে সংগ্রহ একে, মুঠি ভরি' আপন খেয়ালে
দু'হাতে উড়ায় অন্যে নিতান্ত উল্লাস-অপচয়ে।

নিপীড়িত অন্নহীন চেয়ে আছি বিমূঢ় বিস্ময়ে,
আতঙ্ক-কম্পিত কর বারম্বার হানিয়া ললাটে
ডাকিতেছি, মৃত্যু এস, মরিতে পারি না একেবারে।
মায়ের বুকের স্তন্য তাও নারি করিবারে পান,
আপনি যা দেন মাতা মুখে তাও পারি না তুলিতে।
আপনার দৈন্যভারে দুর্ভিক্ষের দ্বারদেশে বসি'
ঈর্ষাক্ষুব্ধ বক্ষে জাগে বঞ্চিতের অক্ষম কামনা—
মারিয়া মরিতে চাহি, শীর্ণ বাহু পারি না মারিতে,
লোলুপ জীবন লয়ে মরিতেও নাহি পারি হায়।

এর চেয়ে মৃত্যু ভাল, বেঁচে থাকা নহে স্বাভাবিক
চলেছে চঞ্চল গতি নবযুগ-ব্যাধির প্রকোপে।
জ্বরগ্রস্ত পীড়িতের যন্ত্রণার বিকৃত বিকারে—
বিকার ব্যসন আনে অসংখ্য উন্মাদ উত্তেজনা;
তারাও বাঁচিয়া আছে মরিবার উদ্দাম আগ্রহে,
বেঁচে থাকা নহে স্বাভাবিক।
দুর্ভিক্ষ মৃত্যুরে আনে, প্রাচুর্য্য মৃত্যুরে দেয় ডাক,
প্রবল, প্রবল দম্ভে মহাশূন্যে মরিছে ফাটিয়া,
কর্দ্দমে দলিত মোরা মরিতেছি তাহাদের চাপে।

সবার ক্ষুধার অন্ন বুকে লয়ে জননী বসুধা
করুণ নয়ন তুলি' চেয়ে আছে সন্তানের মুখে;
অন্নাভাবে মরে কেহ, পচা অন্ন মদ হয়ে ওঠে,
টলিছে সফেন মদ্য অতি স্বচ্ছ কাচের গেলাসে,
ধরণীর ক্লেদপঙ্কে মদ্যপ দিতেছে গড়াগড়ি।

বিষাক্ত হয়েছে বিশ্ব স্বর্ণ আর রৌপ্যের বিকারে,
শাণিত লৌহের অস্ত্র তুলিতেছে মানুষের শিরে,
দিকে দিকে শোনা যায় যন্ত্র-দানবের আস্ফালন।
বহ্নির ইন্ধন আজ কুণ্ডে কুণ্ডে জ্বলে দাউ দাউ,
সে আগুনে লক্ষ লক্ষ মানুষ পুড়িয়া হল ছাই :
সম্মুখে পড়িয়া আছে দিগন্তপ্রসারী রাজপথ,
সে পথে চলে না কেহ, গতির ইন্ধন পোড়ে শুধু,
মানুষ ঘুরিয়া মরে আপনার চক্রব্যূহ-পথে।

এর চেয়ে মৃত্যু ভাল, জীবনের মিথ্যা জয়ধ্বনি,
সবে মিলি তুলিতেছি নবযুগ-ব্যাধির প্রকোপে।
মেঘ-ছোঁয়া দম্ভে আজ জীবনের বীভৎস বিকার,
জীবনের স্বরূপ এ নহে।
প্রাণের মুখোস পরি' মৃত্যু আসি দ্বারে দেয় হানা,
লাঞ্ছিত দলিত পিষ্ট, যারা আমাদের মত ক্লীব,
ঘৃণায় মরিতে চাহে দিবসের প্রভাতে সন্ধ্যায়,
তিলে তিলে চলিয়াছি অতি হীন মৃত্যু-অভিযানে,
বিকল অক্ষম মোরা।
একই লক্ষ্য উহাদের, আসিতেছে বিপরীত পথে,
জ্বলিছে তাদের শিরে দম্ভের মশাল পৈশাচিক,
বাজিছে শ্মশানবাদ্য, মশালের স্ফুলিঙ্গের মত
তারাও নিবিয়া যাবে অন্ধকার অলক্ষিত পথে।

অসহায় মানবের লাগি—
বুদ্ধ, জরথুস্ত্র, খ্রীষ্ট যুগে যুগে কেঁদে হবে খুন।

# রবীন্দ্রনাথ

হিমালয়—
আপনার তেজে আপনি উৎসারিত,
আপনি বিরাট, আপনি সমুজ্জ্বল,
শিখর, গুহা ও অরণ্য-সমাকুল,
যুগ যুগ ধরি সঞ্চিত কত তমিস্রা অনাহত,
পুষ্পস্তবকে বিনম্র তরু, বিচিত্র কত ওষধি গন্ধময়,
ব্যাঘ্র হস্তী বরাহ বন্য, ভীষণ সরীসৃপ,
পুঞ্জিত কত মেঘলোক তার শিখরবিলম্বিত,
হিমালয় তবু হিমে ঢাকা, হায়, তুষারে অসাড় শির।
ভয় করি তায়, বিস্ময় মনে জাগে
মহিমা বিরাট, শ্রদ্ধায় করি মস্তক অবনত—
ভালবাসিবারে যত যাই তত সভয়ে ফিরিয়া আসি।

হিমালয়—
নিজ সাধনায় প্রান্তর ত্যজি চুম্বিয়া নীলাকাশ,
অসীম শূন্যে হিমে ঢাকি শির একেলা প্রহর যাপে,
আপনার প্রেমে তিলেতিলে হিম হয়েছে বুকের তাপ—
মাটির উপরে দাঁড়ায়ে রয়েছে, সে কথা গিয়েছে ভুলে।
অতল নিম্নে গুহা-অরণ্যে শ্বাপদ ভ্রমিয়া ফিরে,
সাপেরা চলিছে বুকে পেটে করি ভর—
বিচিত্র কত নরনারী, আর পোষমানা পশু কত,
ঘোড়া ও কুকুর, ছাগল, ভেড়ার পাল,
তারই আশ্রয়ে রয়েছে তবুও তাহা হতে কত দূর!

ভয় করি আর শ্রদ্ধায় করি মস্তক অবনত,
ভালবাসিবারে যত যাই তত সভয়ে ফিরিয়া আসি।

হিমালয়—
রৌদ্র-আলোকে তুষার-শিখর সাদা ধব ধব করে—
নিম্নে গুহায় কুহেলি অন্ধকার ;
ঊর্দ্ধ শিখরে ধূ ধূ করে হিম-মরু,
নাহিক পাদপ, নাহি পল্লব-ছায়া—
নীচে অরণ্য, রৌদ্রকিরণ পশে না ছিদ্রপথে,
ঘননিবিষ্ট তরু ও গুল্ম মেলেছে অযুত বাহু—
নাহি মানুষের পায়ের চিহ্নে আঁকা ক্ষীণ পথরেখা,
সারা বনভূমি রবিকরলেশহীন।
দূর হতে আসি, হিমে ঢাকা শির চকিতে ঝলসি উঠে,
অনাদিকালের বৃদ্ধ যেন রে বসে আছে পাকা চুলে—
ঝলসে তুষার, যেন বৃদ্ধের হা হা হা অট্টহাসি ;
ব্যাকুল হৃদয় আজিও পেল না নরম মাটির ছোঁয়া—
তুষারাবরণে আহত হইয়া ফিরি—
ক্ষোভে কেঁদে ফেলি, শ্রদ্ধায় করি মস্তক অবনত,
ভালবাসিবারে যত যাই তত সভয়ে ফিরিয়া আসি।

হিমালয়—
চিনিতে চেয়েছি, বুকেতে চেয়েছি, ধরিতে চেয়েছি তারে,
আজিও তাহার পাই নাই পরিচয়।
হতাশ হইয়া বসেছি আমার গৃহ-অঙ্গন-ছায়ে—
সুমুখে আমার সব্জির ক্ষেত তাহারি আড়াল দিয়া

হিমালয় হতে ঝরণা নামিয়া উপল-চপল পায়ে
ঝিরিঝিরি আর কুলুকুলু রবে ছুটেছে গাঁয়ের মেয়ে।
কোথা হিমালয়, হিমেতে রয়েছে ঢাকা,
পাহাড় গলিয়া নৃত্যচপল এসেছে গাঁয়ের মেয়ে,
বিস্ময় মানি তারি পানে চেয়ে চেয়ে
ঢেউ গণি আর শুনি কুলুকুলু রব,
ভুলি হিমালয়, ভালবাসি নদীটিরে—
তত ভালবাসি যত কাছে যাই, পুলকে ফিরিয়া আসি।

হিমালয়—
তুমি হিমে ঢাকা থাক, নদীরে কোরো না হিম।
আমার কুটির-আঙিনা ছুঁইয়া তোমার চপল মেয়ে
সবুজ করিয়া যুগে যুগে মোর ছোট সে সব্‌জি ক্ষেত
বহিয়া চলুক, তুমি থাক, নাহি থাক—
হিসাব তাহার আমি ত রাখিব না'ক ;
আমি ছুটিব না বিস্ময়ে ভয়ে তোমার পরশ খুঁজি,
যুগে যুগে আমি স্নান সমাপন করিব ও নদীজলে—
কোথায় উৎস, কোন্ সমুদ্রে লীন,
ইতিহাস তার যে পারে রাখুক লিখে—
নদীজলে আমি স্নান করি আর তরণী বাহিয়া চলি—
যত ভালবাসি তত কাছে পাই পুলকে ফিরিয়া আসি।

# রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

রবি নাম তব, ধর নাই রবি-রূপ—
তোমারে ঘিরিয়া গ্রহ শশী আজও করেনি ভ্রমণ সুরু ;
তুমি নীহারিকা, নেবুলা-বাষ্প, অসীম শূন্য ব্যেপে
( গতির আবেগে শিহরে ঈথর নীল— )
বাষ্প-বিকারে নিয়ত ঘূর্ণ্যমান।
লক্ষ তারকা অযুত রবির কোটি গ্রহ-চন্দ্রের
সম্ভাবনায় ব্যাকুল তরল প্রাণ।
জ্ব'লে নিবে যায়, জ্ব'লে জ্ব'লে ওঠে ধাতব বাষ্প যত,
গলিত লৌহ গলিত স্বর্ণ জল মাটি ধোঁয়াধার—
জমাট বাঁধিয়া ধরেনি কঠিন দেহ ;
রবি নাম তব, নীহারিকা ইতিহাস।

কে রচিবে হায়, অজাত ভ্রূণের গতিবেগ-ইতিহাস!
জননী-জঠরে নবীন প্রাণের বিপুল সম্ভাবনা ;
নাম নাই তার, পরিচয় নাই, অস্ফুট অনুভূতি—
অনাস্বাদিত অবর্ণনীয় মাতার উন্মাদনা,
অন্ধ ভবিষ্যতের গর্ভে বিরাট আলোর রূপ,
যে দেখেছে তার মনে রয়ে গেল ভাষাহীন অনুভব।
ব্যাকুল মাতার অধীরতা-উৎসব
ভ্রূণের বিনাশে সহসা স্তব্ধ হ'ল,
আলোর রাজ্যে আঁধারের শিশু ভূমিষ্ঠ হ'ল না যে।
নয়নসলিল ঝরিল কপোল বেয়ে,
বক্ষ হইল হিম।

আমার বুকেতে লেগেছে হিমের ছোঁয়া ,
নয়নে অশ্রু নাই।

মূঢ় বিস্ময়ে দেখিলাম চেয়ে, আকাশের নীহারিকা
ঘুরিতে ঘুরিতে প্রচণ্ড বেগে, জ্বালিতে জ্বালিতে আলো,
নিবিড় তিমিরে কোথা হ'ল দিশাহারা—
ধাতব বাষ্প হিমের স্পর্শে শূন্যে বিলীন হ'ল ;
রূপ না ধরিয়া রূপালি বাষ্প বাহির আকাশ ছাড়ি'
মনের আকাশে ধরে অপরূপ রূপ।

* * *

অপরূপ রূপ, রূপ অপরূপ, বুঝি না ছায়ার মায়া—
তরল আঁধারে অর্দ্ধোত্থিত তব দক্ষিণ বাহু,
তোমার রোমশ বাহু,
ঝুলে পড়িয়াছে খদ্দরী আস্তিন,
শীর্ণ করাঙ্গুলি—
নখাগ্রে তার জাতির মুক্তি-বারতার স্পন্দন
( এ অভিশপ্ত এই লাঞ্ছিত জাতি )।

বন্ধু, বন্ধু মোর—
কোথা তব মুখ, কোথা বাণী তব, বজ্রকঠিন বাণী,
থাকিয়া থাকিয়া রুদ্ধ আবেগে ভাবগদ্গদ ভাষা,
অশ্রুজড়িত চাপা কণ্ঠের স্বর ?
তোমার আঁখির নীল,
আয়ত চক্ষে বুকের নীলাভ জ্বালা,
কোথায় বন্ধু, অবিন্যস্ত মাথার বিরল কেশ ?

দেখিতে যে নাহি পাই—
মৃত্যুর কালো ছায়া
এত কি নিরেট নিবিড় অন্ধকার :
মৃত্যুর নীরবতা—
এমনই বধির কঠোর বাক্যহীন !

তব দক্ষিণ বাহু
আঁধার মৃত্যু পারিল না গ্রাসিবারে ;
আমি দেখিতেছি বাক্যমুখর ক্ষীণ স্পন্দন তার—
বলিতেছে, আমি আছি।
তব অনাবৃত বক্ষের উপবীতে
লেগেছে আগুন ছোঁয়া,
বলিতেছে, জাগো জাগো।
জাগো চণ্ডাল, জাগো কঙ্কাল জাগো,
জাগো জাগো ব্রাহ্মণ !

অগ্নি-জ্বালায় প্রদীপ্ত তব বক্ষের উপবীত
পরাইয়া দাও, দাও কঙ্কাল-গলে,
শুনি এ শ্মশানে কঙ্কাল-মঙ্গল।

বন্ধু, বন্ধু মোর—
তুমি কি চলিয়া গেছ ?
তবে কেন শুনি ওঁরাও-আবাসে জীবনের জয়ধ্বনি,
চামার মুচির ডোমের মুখেতে নির্ভর-আশ্বাস
দেখিতে যে আজো পাই !
বাবা-ঠাকুরের সেবার লাগিয়া তারা প্রতীক্ষা করে।

নিরীহা নির্য্যাতিতা,
সবাই তো ভাই আশ্রয় পায় নাই!
তোমার 'ছেলেরা' সবে
আসন পাতিয়া বসে আছে পাতা পেড়ে—
কলেজের ফীজ হয়নি সবার দেওয়া।

বন্ধু, তোমার নাটকের প্লট মরিতেছে মাথা খুঁড়ে,
উদাসী আজিও একাকিনী কাঁদে মাঠে;
থার্ড ক্লাস সেই রয়ে গেল থার্ড ক্লাস—
তবে কেন ছিঁড়ে চলে গেলে মায়াজাল?
বাস্তবিকার আসরে আজিও হরিকুমারেরা বসি'
বিনায়ে বিনায়ে কাঁদিতেছে নাকীসুরে,
শেষ না হইতে দিবা তুমি কেন ছেড়ে গেলে দিবাকরী,
বলিয়া গেলে না, কোথা থাকে তব ত্রিলোচন কবিরাজ!
বন্ধু, তুমি তো দেখে গেলে না'ক মানময়ী গার্লস্কুলে
বদনের মুখে ছাই দিয়ে মেয়ে হাজারে হাজারে আসে,
ঘৃতকুম্ভটি প্রাঙ্গণে আছে পড়ে—
দধিকর্দ্দমে পিচ্ছিল প্রাঙ্গণ।

*　　　*　　　*

বন্ধু, তোমার দক্ষিণ বাহু আরো কি কহিবে কথা,
শুনিতে না পাই মিলায় ছায়ার মায়া;
আমারই মনের ভুল—
তুমি নাই, তব দক্ষিণ বাহু নাই,
কান পেতে শুনি অসীম শূন্যে চকিতে থামিয়া গেছে
গতি-আবেগের অনাহত গীতধ্বনি।

আকাশের নীহারিকা—
বিরাট বিপুল প্রচণ্ড বেগে নিয়ত ঘূর্ণ্যমান,
পুড়িয়া হয়েছে ছাই :
ধরার ধূলায় গুঁড়া গুঁড়া হয়ে মরিয়াছে নীহারিকা,
বাতাসে উড়িয়া গেছে।

* * *

বন্ধু, তোমার ভস্ম-বিভূতি উড়িছে আকাশ ছেয়ে,
ভস্মের চোখ নাই।
পায় না দেখিতে, কাঁদিছে বিধবা. কাঁদিছে উন্মাদিনী,
পিতারে হারায়ে কাঁদিছে সাতটি শিশু।
মরজীবনের সীমান্তে আসি কাঁদিতেছে অভাগিনী ;
মাতার শয়ন-শিয়রে জ্বলিছে
ঘৃতের প্রদীপ নহে,
মৃত পুত্রের চিতা।

# নির্ঝরিণী

# পান্থ-পাদপ

মনটারে সাদা পরদা বানায়ে স্মৃতির আলোকে দেখি,
কত ছায়াছবি ভেসে ওঠে পরদায়—
মনের কবরে একটি একটি চলিয়াছে শবাধার,
জীবনে তাহারা থাকে নাই বেশী দিন ;
স্মৃতির এ শোভাযাত্রায় তারা বিলম্ব নাহি করে।
কারো সাথে কারো নাহি কোনো যোগ, শুধু চলে সারি সারি—
আমারই খেয়ালে দ্রুত কি বিলম্বিত।
প্রখর রৌদ্রে মধ্যদিনের দাহে—
প্রভাতে যখন দিবসের কাজ সুরু,
সে-স্মৃতি-খেলায় নাহি মোর অবকাশ।
রজনী যখন আঁধারিয়া আসে, গগনে ঘনায় কালো,
দূরে কোথা শুধু প্রহরী পেচক জাগে,
মেঘে মেঘে যবে ধূসর আকাশ, আলো আব্ছায়া হয়,
অবিরল ধারে আকাশের ধারা ঝরে ;
একাকী আমার বাতায়নে বসি, মন-বাতায়নে সখী,
স্তব্ধ পুলকে দেখি চলিয়াছ সবে—
কারো চেনা শুধু সিঁথির সিঁদুর, কারো গুণ্ঠনখানি,
কারো চেনা শুধু কণ্ঠের কালো তিল,
শাড়ী পরিবার ভঙ্গিটি শুধু কারো লাগে চেনা-চেনা,
কেহ ধরা দাও পিছন ফিরিয়া চেয়ে—
পথে যেতে যেতে ক্ষয়ে মুছে গেছে চরণে যাবক-রস,
চেয়ে চেয়ে মোর ঝাপ্সা যে হয় আঁখি।

* * *

## এক

সবে চলে যায়, তুমি শুধু সখী দাঁড়াও কি যেন ছলে,
তোমারে দেখেছি কাঞ্চন-নদী তীরে।
ফুলের ফসলে ভরা সাজিখানি ছিল না দখিন হাতে,
বাম হাতে নাহি ছিল লীলা-শতদল।
তুমি ছিলে আর ছিল বালুচর, মাছরাঙা উড়ে উড়ে
খর দৃষ্টিতে দেখে আর দেখে শিশু-মৎস্যের খেলা ;
ওপারের বন ঝাপসা হইয়া আসে।
কিছু মনে নাই, মনে আছে শুধু সীমাহীন পটভূমি,
সাঁকোর উপরে চলে আলোকিত ট্রেন।
তুমি আর আমি—তার পরে ছবি, নগরীর ধূলি-ধোঁয়া,
বালীগঞ্জের পথে ছুটে চলে ডজ-গাড়ী একখানা,
রঙীন শাড়ীর বিজলী-ঝলক রেখা,
অতি সুমধুর কলহাস্যের ধ্বনি,
তার পরে মনে নাই।
তবু আজো সখী, কেন নাহি জানি রয়েছি প্রতীক্ষায়,
কিশোর মনের তুমিই প্রথম প্রেম।

## দুই

গ্রীষ্মের ছুটি, অনেক দিনের কথা,
তখনো পাকিয়া ঝরে নাই কালো জাম,
করমচা পেকে হয় নাই ঘোর লাল,
কাঁচা আম আর লঙ্কা নুনের চলে বাদশাহী খানা।
তুমি ছিলে কাঁচা, আমারও তখন পাক ধরে নাই মনে,
দৃঢ় পাখা মেলি' অসীম শূন্যে করিনি বিহার সুরু।
অতি-পরিচিত অবজ্ঞা কেন হঠাৎ সেদিন সখী,
খর দুপহরে হ'ল অভাবিত প্রেম।

যে চোখে চেয়েছি, যে সুরে কয়েছি কথা—
একটি নিমেষে নূতন জন্মলাভ ;
চোখে লাগে ঘোর, কাঁপিতে লাগিল সুর,
পূর্ণিমা চাঁদ হ'ল যেন আধখানা।
বন্ধ দুয়ার বাতায়ন, শুয়ে পাশাপাশি দুই জনে,
ভীরু মন চাহে তখনই হইতে দেহের সীমানা পার—
তুমি ছিলে সখী, কিছুতে তোমার আপত্তি ছিল না'ক—
একূল ওকূল মাঝগাঙ—যেন সকলি সমান তব,
ঘটিবে যা কিছু অস্বাভাবিক ঠেকিবে না তব কাছে।

অপটু অনভ্যস্ত প্রেমের খেলা না হইতে সুরু,
কি জানি কি ভেবে চোখে চেয়ে মোর কহিলে সহজ ভাবে ;
আজ তুমি হেথা পাশে শুয়ে মোর, কোথায় থাকিবে কাল,
কোন্ খেয়াঘাটে কোন্ নদী হবে পার!
চমকিয়া উঠি, শয্যা ছাড়িয়া জানালা দিলাম খুলে,
অবাক হইয়া তুমি শুধু, সখী, চাহিলে আমার পানে,
তপ্ত বাতাস ধূলি-কাঁকরের পসরা বহিয়া শিরে
ঘরে এল, ছেঁড়া কাগজপত্র করিল নাচন সুরু ;
সঙ্গীরা তব খেলা করে দূর কাঁঠাল গাছের তলে—
তাহাদের কলহাসি।

তার পরে তব সুকঠিন ব্যাধি, মৃত্যুর সাথে যুঝে
বন্দী তোমারে আনিনু মুক্ত করি ;
রোগ-পাণ্ডুর নয়নে তোমার ফুটিল প্রেমের আলো।
তার পরে তব বিবাহ—তোমারে নিয়ে গেল দূর দেশে,
মূর্চ্ছাকাতর বাসর-শয়ন মিথ্যা হইল সখী।

তার পরে, ফিরে আসিলে উন্মাদিনী—
ক্রোড়ে শিশুচাঁদ, তবু নীলাকাশ দুলিছে ঝড়ের দোলে—
তারো পরে—কালো নিশা—
কেহ নাহি জানে তিমির প্রভাতে উদিবে কি শুকতারা!

তিন

একটি মাসের প্রবাস আমার, বহুদূরদেশে নয়,
পাশেরই বাড়ীতে মাঝে গলি ব্যবধান;
ছাদে ছাদে যার সাথে পরিচয়, যারে দেখিবার ছলে
অকারণে কত করিয়াছি আসা-যাওয়া—
এমনই ঘটিল যোগাযোগ, সেই বাড়ীরই কক্ষে কোনো,
বিছায়ে শয়ন ঘুমেতে নয়ন মুদি।
মকরকেতন তোমারে ছুঁইয়া গেছে—
চোখে লেগে আছে তখনও পরশ তার।
বুকের বসন খনে খনে খসি' পড়ে,
দেহের কিনারে উঠে আর ভাঙে ঢেউ:
চকিত হাসিতে কালো শঙ্কার ছায়া!
দু'বাহু বাড়ায়ে, তোমারে ধরিতে গিয়ে,
কঠিন শিলায় প্রতিহত হয়ে ফিরি,
বেণী ঘন ঢেকে রজনীর কালো চুল।

প্রভাত আলোয় মনে হ'ল যেন স্নিগ্ধ পরশে কার
ঘুম ভেঙে গেল, অপরূপ অনুভূতি!
মনে হ'ল, তুমি স্বপ্ন-সরণি পায়ে হেঁটে হলে পার।
দিনের আলোক প্রেম-অভিনয়ে ফেলে দিল যবনিকা,

রঙ্গমঞ্চে অবোধ শিশুর মত—
তুমি লীলাভরে তুলে ধর যবনিকা,
প্রেক্ষা-গৃহেতে আমি একা বসে, লেখা কি পড়ার ছলে
দেখি আর দেখি, লোভে ক্ষোভে দেহ তপ্ত হইয়া ওঠে,
নয়ন মুদিয়া কভু থাকি শুয়ে প্রতীক্ষা-অবসাদে।

সন্ধ্যা-আঁধার যেমনই ঘনায় সখী,
তোমার প্রবেশ, প্রদীপ জ্বলিল ঘরে,
সভয়ে চকিতে শয্যা রচনা করিবার অবসরে
কভু ধরা দাও, কভু কহ, ছি, ছি, ও কি!
ছোট ভাইঝিরে হঠাৎ কাছেতে ডাকি
মোর পানে চেয়ে হাস অকারণ দুষ্টামিভরা হাসি।
তোমারে কি ভালবেসেছি, অথবা চেয়েছি তোমার দেহ,
কৈশোর নয়, যৌবন নয়, তুমি ছিলে মাঝামাঝি—
হরিণীর ভয় কখনো নয়নে, কভু শিকারীর ছল।

* * *

দ্রুত ধায় গাড়ী, পাশাপাশি থাকি বসে—
দুয়ে একা নই, আরো থাকে দলবল,
কখনো জানিয়া, কভু অজানিতে গায়ে গায়ে ছোঁয়া লাগে,
পায়ে পায়ে জাগে বিদ্যুৎ-শিহরণ;
তাহার অধিক নহে।

তারপরে দূর, বহু দূরে সখী, সুগভীর বনভূমি,
পাহাড়ে ও বনে চোখে অবসাদ জাগে;
সেথা তব বধূবেশ:
গুণ্ঠন শিরে, চাহিছ ভুলিতে কবে কি ঘটেছে ভুল।

আমার মনের বনে—
একদা যে শাখী শাখা মেলেছিল, যদিও শুকায়ে গেছে—
দখিন বাতাসে আজিও তাহার মর্ম্মর-ধ্বনি শুনি ;
যদি কভু দেখা হয়—
তোমার প্রণাম সহজে লইব, সখী।

## চার

আশ্রয়হারা বনের হরিণী, রজনী তিমিরা অতি,
আশ্রয় নিল বাঘের দুয়ারে আসি!
লোলুপ ব্যাঘ্র কহে, এস এস—তোমারি লাগিয়া আমি,
নিবিড় নিশার ব্যাকুল প্রহর যাপি।
রজনী-প্রভাতে দুই জনে মোরা এ বন গহন ত্যজি
যাত্রা করিব অজানার অভিসারে।
দু'বাহু মেলিয়া ধরা দিল মৃগ, হারাইল আপনারে।
প্রাণের আবেগে তারপরে হায়, বাঘেরে খুঁজিতে গিয়ে
শোনে দূর বনে মৃগপ্রলুব্ধ ব্যাঘ্রের হুঙ্কার—
অরণ্যভূমি তাহার শিকারভূমি।
হায় সখী, তুমি সেদিন হইতে আজো প্রতীক্ষা কর,
যা গিয়েছে, কোনো শুভ গোধূলীতে পাবে না সার্থকতা,
যা দিয়েছ তার বিনিময়ে মোর আঁখির আবেশ হেরি',
ক্ষণিকের সেই মোহের ভ্রান্তি মম—
সারাটি জনম কাটিবে কি সখী, স্মৃতি-সৈকতে বসি,
ঘট ভরে কারা, তারি ঢেউ গুণে গুণে!
তার চেয়ে ঝাঁপ দাও,
লক্ষ সাগর শোভিছে লক্ষ চঞ্চল নদীহারে—

হিমালয়ও নহে এক,
দেওয়ার দাবীতে চেয়ো না বাঘের মন।

## পাঁচ

আলো করিয়াছ, ভালবাস নাই সখী,
গান গাহিয়াছ, সে গান হয়েছে মিছে—
অপরে লুকায়ে পাওনা বুঝিয়া তার
উপরি পাওনা চেয়েছিলে মোর কাছে,
একূল ওকূল দুকূল বজায়, এই ত' অসতীপনা!
যে নদী সাগরে ধায়—
কূল সে ভাঙিয়া চলে, চাহে না ত' পিছনে ফিরিয়া কভু,
দরজার পানে ঘন ঘন নাহি চাহে,
প্রিয় এলে ছলে ঝিয়েরে বাজার করিতে পাঠায় না'ক—
তার চেয়ে তুমি আমারে কহিতে যদি,
তুমি দূরে যাও, আমি আর পারি না'ক—
দূরে আসিতাম, ভালবাসিতাম সখী,
কাঁদিতাম তব স্মৃতির বালাই নিয়া।
গাছের খাইয়া, তলার কুড়ায়ে সই,
সতী থাকা যায়, হয় না পীরিতি করা।

## ছয়

ভালবাসি তব ভঙ্গিটি সখী, ভালবাসিবার ভাণ,
পরকে ঠকায়ে নিজে ঠকিতেছ ভাবা।
কুন্দদন্তে অধর চাপিয়া, নয়নে চাপিয়া হাসি—
ভালবাসি সখী, ভুয়ো ভৎর্সনা তব।

প্রকৃতি তোমারে গড়িয়াছে কৌশলে,
দিতে শেখ নাই, নিতে শিখিয়াছ, নকল করুণাময়ী,
গত জনমের সাধনালব্ধ নয়ন-অশ্রু-জল।
জানি শুনি বুঝি তবু কেন ভুলে থাকি,
হায় পতঙ্গ, হায় পতঙ্গভুক্,
অগ্নি তো নও, আগুন হইলে নিবে যেতে এত দিন—
দাহিকা নহ ত', নিয়ত শোষণে কীটে জর্জ্জর কর।
জর্জ্জর হই তবু সখী, ভালবাসি,
পাষাণী, তবুও পাষাণ-ভঙ্গী মন ভুলায়েছে মম।

## সাত

কাছে গিয়েছিনু আপন গরজে সখী,
দূরে এসে আমি নিজেরে বাঁচাতে চাই,
মাঝখানে যাহা ঘটিল, সে নহে তটিনীর ইতিহাস।
পচা পাতা আর পচা ধূলা আর লুব্ধ ব্যাপারী যত,
বসেছে বাজার, বাজার করিতে গিয়ে,
এটা ওটা কিনি, যতটুকু পারি কাদা বাঁচাইয়া চলি,
বাজার সারিয়া ঘরে এসে হাঁফ ছাড়ি।
মনেও পড়ে না কুমড়োউলীর নয়নে ক্ষুধিত ভাষা,
হিসাব খাতায় লেখা আছে শুধু কত তারে দিনু দাম।
বাজারের ইতিহাস—
স্মরণ করি না ঘরের রান্নাঘরে।
তবু যবে রাত দুপুর গড়ায়, শিয়রে নেবাই বাতি,
বাতায়ন-পথে দেখি আকাশের তারা,
দু'একটি ভাল কথা যা শুনেছি, বলেছ প্রেমের ভাণে,

আধখানা সুর, ভাঙা সিকিখানা মন,
শতধা হইয়া ফেটে পড়া মিছা পোষা নয়নের জল—
উল্কার মত দপ্ ক'রে জ্বলে' ছুঁয়ে যায় মোর মন।
তখন বুঝিতে পারি—
বিচিত্র সখী মানুষের মন, নিখুঁত যন্ত্র নহে,
পাঁচটার পরে ছয়টা সেথা না বাজে—
সাতটার ঘরে না আসিতে কাঁটা বারোটা বাজিয়া যায়।
সব ভুলে থাকি তবু ভেজে উপাধান।

আট

ফেল্ ক'রে ক'রে করিলাম বি-এ পাস,
তারি কল্যাণে জীবন-যাত্রা আজো করি নির্ব্বাহ,
আপনার ভুলে বাহিরের বিষে জর্জ্জর হয়ে ফিরি,
স্নেহ-সুধারসে নূতন জীবন লভি।
আকাশের মেঘ নহে এ ত, নহে মেঘেতে বিজলী রেখা,
পদ্মাও নহে, নহে কাঞ্চন নদী,
হিমালয় নহে, সাগরের তটে ওঠে আর ভাঙে ঢেউ,
নহে ঝড়, নহে অবিরল জলধার।
ঘন অরণ্য নহে এর পটভূমি,
এ নহেক ধূ ধূ মরুময় প্রান্তর—
চোখ-ঝলসান বিদ্যুৎ-দীপ নহে।
যে গাঁয়ে আমার বহু পুরুষের ভিটা,
যেথায় একদা হঠাৎ আসিয়া বিস্ময়ে আঁখি মেলি
বিচিত্র এই ধরণীর পেনু অপরূপ পরিচয়,
সে গ্রামের সে যে অতি পরিচিত ছায়াসুশীতল দীঘি,
কূলে কূলে ভরা কাকের চক্ষু জল!

তীরের বাতাস বনফুলে মধুময়,
অসীম যাত্রী পথিক-পাখীর পাতা-ছাওয়া নীড়খানি।
বাহির-বিশ্বে ঝড়ে আর জলধারে—
হিমালয়-চূড়ে, উত্তাল-ঢেউ অসীম সাগর-বুকে,
মেঘ-বিদ্যুতে বিচিত্র ওই অগাধ শূন্য মাঝে—
বহুবল্লভী পতঙ্গ মন, খুঁজে ফিরে বিস্ময় ;
বিস্ময় যবে টুটে, মনখানি ভরে যায় অবসাদে,
আতপতপ্ত ধূলিধূসরিত ঘামে ভিজে ওঠে মন,
শীতল দীঘিতে ডুবিয়া শীতল হই—
পাতা-ছাওয়া নীড়ে যাপি কালো নিশীথিনী ;
গ্রামের কুটীরে স্তিমিত প্রদীপখানি—
সন্ধ্যা জ্বালায়, স্নিগ্ধ আলোকে আলোকিত করে মন।
কিছু নাই বিস্ময় ?
কে জানিত এই গাঁয়ের দীঘিতে এতখানি বিস্ময় !
বহু বিচিত্র পসরা লইয়া নিথর সরসী বুকে
একটি একটি করিয়া নয়ন মেলে শিশু-শতদল,
পাতা-ছাওয়া নীড়ে শাবক-কাকলি শুনি,
স্তিমিত প্রদীপে স্নেহরস তারা ঢালে।
অবাক হইয়া রহি—
নিরুদ্দেশের যাত্রী পথিক, যাত্রা ভুলিল তার।

নয়

তারো পরে তুমি উঁকি মারিয়াছ বাতায়ন-পথে সখী,
চোখা চোখা নয়, চোখে চোখে পরিচয়।
তুমি চেয়ে থাক, আমি চেয়ে থাকি মাঝখানে নদী বহে—
নদী ?  সে তো সখী, কূলভাঙা নদী নহে।

খাঁচায় বদ্ধ চখা এ-পারের ব্যাকুল চখীর চোখে—
শোনে 'এস এস'—অতি ক্ষীণ আহ্বান।
না এলেও চলে, জেগে রবে সেও পল অনুপল গণি',
আসে ভাল, নাহি উৎসাহ অধীরতা!
কৈশোর গেছে, যৌবন যায়, যৌবন কারে কহ,
সব ঠেলে ভেঙে দুর্ব্বার বেগে চলা।
দেহের পরশ দেহ নাহি চাহে, 'আছ' এই অনুভূতি,
ভালবাস কি না তাও নাহি জানিলাম।
মুগ্ধা হরিণী সাপের নয়নে হরিণ-নয়ন তুলি'
চায়,—সেই চাওয়া প্রীতি-প্রদীপ্ত নহে।
ব্যাঘ্র কোথায়? হুঙ্কার করি' শিকার সে নাহি ধরে।
যদি সখী তুমি আপনার ভুলে এসে পড় কাছাকাছি,
খাঁচার দুয়ার ঠেলে ছুঁতে চাও অলস শার্দ্দূলেরে,
দেবতা তাহারে ক্ষমা করিবেন জেনো।

* * * *

তোমরা সবাই সত্য আমার অঙ্কের ইতিহাসে,
সবাই মিথ্যা ছায়াছবি-পরদায়—
অনাদি অসীম যাত্রা আমার, তার ইতিহাস নাই।
মরুপথে যেবা চলিতেছে সখী, মরীচিকা গুণে গুণে
প্রহর গণিয়া চলা কি তাহার সাজে?
আঁধি আসে আর আঁধি সরে সরে যায়—
ধূ ধূ মরুভূমি পড়ে থাকে সীমাহীন।
তোমরা এসেছ, তোমরা গিয়াছ স'রে,
একে একে সখী, সব ছায়া রোদ হবে,
সব আঁধি পিছে পথের মতন পিছনে রহিবে পড়ে।

জননীর কোল হতে যে নেমেছে ভুঁয়ে,
প্রিয়ার আঁচল বাঁধে তারে কত দিন!
চির-পথিকের অজানা যাত্রাপথে
তোমরা হে সখী ছায়াসুশীতল পাদপ হইতে পার,
আঁধার মাটিতে শিকড় গাড়িয়া আছ।
আমার জীবনে শুধু
তোমা সবাকার খণ্ড খণ্ড ছায়াময় ইতিহাস।
এর বেশী কিছু নহে,
আমি তোমাদের নহি—
চির-রৌদ্রের চির-আলোকের সঙ্গী পথিক আমি।

## চেখভের ডার্লিং

অসম্ভবের করি না সাধনা, চাহি না নিত্যপ্রেম,
ততটুকু মোরে ভালবাস তুমি, যতটুকু থাকি কাছে,
যত দূরে যাই ততখানি যাও ভুলে।
জানি, বিদায়ের কালে
তোমার চোখের ছল-ছল-করা জলের অন্তরালে
লুকাইয়া আছে, থাকিবে লুকায়ে, তুমি না জানিতে পার—
প্রেমের পীড়ন হইতে তোমার মুক্তির হাসিখানি;
উঠিবে শিহরি ভাবিতেও সেই কথা,
সেই হাসি তবু জাগিবে সত্য হয়ে।

যুগে যুগে এই মাটির ধরণী সাধিয়াছে জনে জনে,
করিয়াছে পূজা লাখো মন্বন্তরে

লক্ষ মনুরে, মনু-সন্তান লাখো লাখো মানবেরে ;
স্মৃতির বেদীতে অমর করিয়া পূজা করি বহুদিন
বিস্মৃতিজলে শেষে ফেলিয়াছে টানি।
চেখভের ডার্লিং—
পূজিতে একেরে একের পূজাই ভেবেছে সত্য বলি',
ভেবেছে তাহাই সত্য নিত্যকাল।
এক চলে গেছে, অপরে আসিয়া লইয়াছে তার পূজা,
একেরে ভুলিতে এক নিমেষেরও লাগেনি অধিক কাল,
কারো পূজা তার মাটির জীবনে হয়নি মিথ্যা কভু,
কারো স্মৃতি তার হয়নি মনের ভার—
প্রেমের এ ইতিহাস!

মাটির ধরার তুমিও দুলালী মেয়ে,
তুমিও মাটির মেয়ে—
এই ধরণীর মাটির রক্ত করিয়া অতিক্রম
পারো না হইতে পাথর-কন্যা শিবানী হৈমবতী!
জীবনে যে স্বামী, মৃত্যুতে তার ছাই-মাখা কাঁধে চড়ি'
বিষ্ণুচক্রে খণ্ডে খণ্ডে পড় নাই পীঠে পীঠে।
এক হও নাই বহু—
বহুরে মিলায়ে এক করিতেছ দেহ-পাদপীঠতলে।
আমি সে বহুর এক—
দেহবেদী 'পরে চাপিয়া বসেছি নিত্যদেবতারূপে,
গুরু গুরু বুকে বিসর্জ্জনের শুনিতেছি জয়-ঢাক,
নূতন দেবতা আসিতেছে পায়ে পায়ে,
বিদায় আমার আসন্ন হ'ল দেবী।

বিদায় আমার আসন্ন হ'ল, ক্ষোভ নাহি করি তবু,
জেনেছি সত্য মাটির জগতে ক্ষণিকের ভালবাসা ;
তোমরা মাটির মেয়ে—
এক বরষার প্রণয়-প্লাবনে পলি-পড়া বালুতটে
ফোটে যে কুসুম, আর বরষায় ভেসে যায় স্রোতোমুখে ।
নূতন করিয়া পলিপড়া বালুচরে
ফোটে যে নূতন ফুল ।

যে ফুল ফুটিবে তাহারি গন্ধে ভরিয়া উঠিছে দিক ;
স্রোতে-ভেসে-পড়া শুষ্ক ফুলের কাঁপিতেছে প্রাণমন,
নূতন ফুলেতে পুরানো দেবীর পূজা—
পেতেছি আভাস তার ।
আভাস পেতেছি সে ফুলও শুকায়ে ভাসিয়া কালের স্রোতে
জমিবে আসিয়া মৃত কুসুমের ভিড়ে—
তারি অভিনন্দন !

তাই বলে তব প্রেম কি সত্য নয় ?
না হয়, নিত্য নহে ।
বিদায়-বেলার ছলছল জল ইঙ্গিতভরা চোখে
প্রেম-বেদনায় আসে নাই তব মর্ম্ম মথিত করি' ?
তোমার ওষ্ঠপুটে
কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিছে না তব গূঢ় হৃদয়ের কথা ?
পরম সত্য তাহা ।
পরম সত্য—আজি নিশিশেষে সে কথা যাইবে ভুলি',
আকাশের তারা মুছে যায় যথা প্রভাতে অরুণোদয়ে—
মুছে যায় তবু এক ঠাঁই রয় স্থির ।

প্রেয়সী, তোমার ক্ষণিকের এই প্রণয়ের ধূপধূমে
নিত্য হয়েছে প্রেম-দেবতার পূজা।
নেশা তো ছুটিয়া যায়,
তাই বলে নেশা যতখন থাকে নহেক মিথ্যা কিছু।
বিদায়-বেলার আঁখিজল আর ছলছল ইঙ্গিত
করুক রচনা প্রেম-বাঁধনের মুক্তির ইতিহাস,
বিদায় হইলে শেষ।

আজি ক্ষণকাল ম্লান বিদায়ের ক্ষণে,
তোমার আমার প্রেমবন্ধন উঠুক নিত্য হয়ে,
সত্য হউক ক্ষণিকের মায়াজাল।
আমি ভুল করে ভাবি—
তোমার অভাবে দিনগুলি মোর থমকি' দাঁড়াবে থামি,
আঁধার হইবে দিনের রৌদ্র মম।
তুমিও আবেগে বুকে এসে মোর, বল হাত দু'টি ধরি',
আমি চলে গেলে চলিবে না তব দিন ;
শরীরে আমার বলিবে যত্ন নিতে,
রাত জেগে জেগে কবিতা না যেন লিখি,
বেশী ঝাল যেন লোভে পড়ে নাহি খাই—
আরও সে অনেক কথা।
বলিতে বলিতে চোখ দুটি তব আসিবে আয়ত হয়ে,
উপচি' পড়িবে জল,
আমিও তোমারে বুকে টেনে নিয়ে দুটো বেশী খাব চুমা।

তারপর তুমি আবছা দেখিবে, দাঁড়ায়ে নদীর পাড়ে,
জলের তাড়নে একগাছি খড় দূরে চলে যায় ভেসে,

ভেসে চলে যায় পাগল ঢেউয়ের মুখে ;
বাড়াইয়া গলা দেখিবে, দেখিবে ক্রমে
জলের রেখায় খড়ের রেখাটি লীন,
দেখিতে পাবে না আর।
দেখিতে পাবে না সে কথাও ভুলে দেখিবে আরেক জনে
নদীস্রোত হতে মুখ ফিরাইবে যবে ;
আমারে ভাবিয়া তারে নিয়ে গিয়ে ঘরে
পরম সোহাগে জড়াবে বুকেতে তারে,
চেখভের ডার্লিং।

যুগে যুগে ধরা এই করিয়াছে, তোমরা মাটির মেয়ে,
ধান্য সরিষা আলুর ফসল ফলিছে মাটির বুকে,
ফলিছে আগাছা সুখে ;
মাটির রসেতে সমান সবুজ সবে।

পাথর-কন্যা সতীরে লইয়া কাঁধে
শিব শুধু ফেরে শ্মশানে শ্মশানে নাচিয়া তাথৈ থৈ,
ধরা টলে তার টলমল পদভরে।

তোমরা সহজ, নিজেদেরে নাহি চেন,
চেখভেরা শুধু তোমাদের চিনে গভীর করুণাভরে,
লিখে রেখে যায় কালের বক্ষে তোমাদের ইতিকথা।

বল বল প্রিয়ে, হাসিকান্নায় গাঁথা বিদায়ের কথা,
কর লাখো অনুযোগ—
শুনিতে এসেছি, শুনিব তা ভালবেসে ;

শুনিব, আমারে ভুলিবে না তুমি কাছ হ'তে দূরে গেলে ;
বুঝিব, ভুলিবে কালই।
তা বলিয়া বুকে টানিয়া লইয়া ললাটে খাব না চুমা ?
কান হ'তে তব সরায়ে সরায়ে এলোমেলো চুলগুলি,
কপোলে কেন না বুলাইব হাতখানি ?
বুলাইব হাত, ভাবিব নির্ব্বিকারে,
আরও কতদিন থাকিবে না জানি চিঠি লিখিবার পালা।

শ্মশান-বিলাসী শিব,
কাঁধ হতে মৃত সতীরে ফেলিয়া দাও।

## তমসা-জাহ্নবী

বহুরূপী আলোকের ক্লান্ত আমি রূপ দেখে দেখে,
নিরাশ্বাস অন্ধকারে দু'দণ্ড বসিব নিরুৎসাহে—
তুমি বস কাছে মোর হাতে তব হাতখানি রেখে।
মনে কর সূর্য্য নাই, নাই শশী, নাই তারাদল ;
পথ ভুলি' এ আঁধারে পশে না পথিক ধূমকেতু ;
খসে না জ্বলন্ত উল্কা ; প্রান্তরের আলেয়ার মত
খেলে না বিদ্যুৎ-বিভা আকাশের প্রাঙ্গণ চিরিয়া।
আলোরশ্মিস্পর্শহীন অনন্ত আদিম অন্ধকারে
বসে আছি দুই জনে, এইটুকু শুধু জানিয়াছি—
আলোকের সম্ভাবনা ঝলসে যোজন কোটি দূরে।
সেথা হতে নিরন্তর রশ্মিমুখে আসিছে ছুটিয়া,
অন্ধ মূক অন্ধকারে আসিছে সরল রেখা টানি,

পঁহুছিবে হেথা আসি হয় ত' বা কোটি জন্মান্তরে,
পরশ করিবে স্নেহে আমাদের প্রস্তর-পঞ্জর ;
ভবিষ্য আলোর দূত গাহিবে মোদের জয়গান,
তমসা-তীর্থের কবি খ্যাত হবে আলোকের যুগে।

আজি সখী, আপনারে ভুলাব না আশার আলোকে ;
প্রেমের উৎসব শেষ, আলোর উৎসাহ গেছে চলি'—
পর্ব্বতের গুহাগর্ভে ধূমে বহ্নি নির্ব্বাপিত প্রায় ;
তার কথা থাক আজি। তুমি কি গাহিবে সখী গান,
অতি ক্ষীণ ব্যর্থতার চুপে চুপে কেঁদে-ফেরা সুর ?
একদা জাহ্নবীতীরে গেয়েছ যা বিষণ্ণ সন্ধ্যায়—
পদতলে অবিরাম কলভাষে গৈরিক প্রবাহ,
শিয়রে মেঘের স্তূপ নদীজলে ফেলে কালো ছায়া।
যেন আমি বসে আছি বাত্যাক্ষুব্ধ বারিধির কূলে—
সুরের তরঙ্গাঘাতে যেন ভেসে চলে গেছি দূরে,
অতলে ডুবিয়া গেছি, বাড়ায়ে গানের বাহু দু'টি
অনন্ত অসীম শূন্যে তুমি মোরে ধরেছ তুলিয়া।

গানে তবে কাজ নাই, তুমি কি কহিবে সখী কথা—
যে কথা বলিয়াছিলে একদা প্রভাত-রৌদ্রকরে,
উত্তুঙ্গ পর্ব্বতচূড়ে, খরজলপ্রপাতের মুখে—
চূর্ণ চূর্ণ জলধারা নীচে পড়ে ধোঁয়ার আবেশে,
না-বলা-কথার তোড় বাষ্প হয়ে ভরে দুই চোখ,
গুঁড়া গুঁড়া সে কথার অর্থ আমি বুঝেছি সেদিন !
সে কথা আজিকে নহে ; তোমার নীরব করাঙ্গুলি,
আমার আঙুল ছুঁয়ে রক্তস্রোত চাপুক গোপনে।

আলোহীন, শব্দহীন, দিশাহীন, স্তব্ধ অন্ধকারে
বিশ্রাম লভিব মোরা ; আলো আর শব্দের আঘাত
সহিতে পারে না প্রাণ ; আলো শব্দে লোভের সংঘাত—
চোখে লাগে, বাজে কানে, শিহরিয়া চমকিয়া উঠি,
খ্যাতির লালসে মন তলে তলে কাঁদে গুমরিয়া,
আলোক ঝলসি' ওঠে প্রাণে প্রাণে হিংসার আকারে।
তার চেয়ে এস সখী, ছিদ্রহীন অন্ধকারে বসি'
অতীতের রৌদ্রে তোলা ছবি যত দেখি অনুভবে।

কুলুকুলু মহানন্দা, দুই তীরে শান্ত জনপদ ;
এপারে দাঁড়ায়ে এক ক্ষুদ্র শিশু গণে জল-ঢেউ—
এক, দুই, তিন, চারি ; কাঠের গোলার আশেপাশে
সঙ্গীরা প্রসন্ন মনে খেলিতেছে লুকাচুরি খেলা।
আকাশ আঁধার করি' ওঠে মেঘ, নামে জলধারা,
জলশরবিদ্ধ হয়ে পরপার ঝাপ্সা দেখায়।
স্নানার্থী এসেছে যারা তারা কলকোলাহল তুলি'
আছাড়ি' সাঁতারি' খেলে বরষার নবীন উল্লাসে।
নদীপাড়ে শিশুমনে সহসা সে অপূর্ব্ব প্রকাশ—
টাপুর টুপুর বৃষ্টি কোন্ সে নদীতে এল বান ;
গান তার ভেসে এল, শিহরিল বিহ্বল বালক।

সে গানের রেশ টানি এল শীর্ণ অজয়ের তীরে ;
বালি-কাঁকরের পথ, লালমাটি ছোট গ্রামখানি,
পূর্ব্বপুরুষের ভিটা ; গিরিনদী গৈরিক বন্যায়
সহসা ফুলিয়া ওঠে, কৈশোরে ছাপিয়া যায় কূল !

এলোমেলো কত গান, জয়দেব, রবীন্দ্রনাথের,
অদূরে নান্নুর-গ্রামে রচে পদ বড়ু চণ্ডীদাস—
মেদুর মেঘের মায়া আবার ঘনায়ে এল নভে।
গুচ্ছে গুচ্ছে থরে থরে নদীচরে ফোটে কাশফুল,
শীর্ণ হ'ল জলধারা, বালুরাশি নিশ্চিন্তে ঘুমায়।

বালুচরে পদচিহ্ন মুছে গেছে; সে কিশোর কবি
দেখা দিল, নুড়ি ছুঁয়ে যেথা ধীরে বহে গন্ধেশ্বরী,
পৌষসংক্রান্তির ঊষা, মেশে আসি দ্বারকা-ঈশ্বরে।
দূরে আকাশের গায় কালোছায়া বৃদ্ধ শুশুনিয়া—
কিশোর কবির মনে ঘনাইল পাহাড়ের মায়া,
শাল ও পলাশবন, ধূ ধূ মাঠ দিগন্তপ্রসারী।

নেশা না কাটিতে তার, বসন্তের সায়াহ্নে একদা
বিশাল পদ্মার তীরে এল যেথা কাঁপে ঝাউবন;
সুপক্ক কুলের লোভে গুটি গুটি খরগোস দল
চমকিয়া পদশব্দে ছোটে দীর্ঘ কান খাড়া করি'।
সেখানে পাড়ের গায়ে, ক্ষণে ধ্বসে-পড়া খাড়া পাড়—
গর্ত্তে গর্ত্তে উঁকি মারে লাল-ঠোঁট পাখীদের ছানা;
ইলিশ ধরার নৌকা সার বাঁধি চলে জাল ফেলে,
বহুদূরগামী যত ষ্টীমারেরা যায় ধোঁয়া ছেড়ে,
পাশে পাশে উড়ে চলে জলচর পাখী সারি সারি।

মাঝ গাঙে বালুচর, দুই পাশে কলকল জল;
তার ছন্দ সেইদিন শুনেছিল যে মুগ্ধ বালক,

পদ্মার আবর্ত্তে পড়ি' সেই জন হ'ল দিশাহারা
বহু বৎসরের পরে, মেঘনা করিয়া অতিক্রম—
কালো আর রাঙা জল যেথা কষ্টে এক হয়ে মেশে।

মিলালো পদ্মার ছায়া, স্বচ্ছ জল চপল কাঞ্চন,
কিশোরীর বেণী যেন, হাঁটুজল শহরের ধারে ;
ভুলে-যাওয়া কবিতার অকস্মাৎ আবৃত্তির মত—
গান গেয়ে ওঠে প্রাণ, কৈশোর যৌবনে আসি মেলে ;
রেললাইনের সাঁকো, পোড়ো বাড়ি আমের বাগান,
নির্জ্জন সন্ধ্যায় যেথা মেঘে মেঘে রঙের বিলাস,
গানে গানে উন্মাদনা ; স্নান করি' শান্ত নদীজলে
দেবতা-মন্দিরে যেন দেখা দিল তরুণ পূজারী।

সে পূজা হয়নি শেষ, মলিনা এ ভাগীরথী তীরে
যৌবনের যত বাঞ্ছা, যত ক্লান্তি, রাখি যত গ্লানি ;
শুচিস্নান করি' আজো পূজা সারি' যাচিনু প্রসাদ।
কালো কলঙ্কের স্পর্শে জেগে ওঠে আবর্ত্ত পঙ্কিল,
কল ও মিলের ধোঁয়া, জেটি-নৌকা-ষ্টীমার বন্ধন,
এরই মাঝে কুলুকুলু কলকল বহে জলধারা।
সাবধানী মানুষের হাতে-রচা ফুলের বাগান—
বয়া ভাসে সারি সারি আলো তাতে জ্বলে আর নেবে।
সহজ গানের ধারা বাধা পায় তবু গান জাগে,
মিনারের চূড়ে চূড়ে তবু সুর ভাসিয়া বেড়ায়।

সে সুরের আধখানা তোমারে শুনায়েছিনু সখী,
পঙ্কিল আবর্ত্তে যেথা জাহ্নবীর বিষদুষ্ট জল

ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে। শুনেছিনু সে জাহ্নবীতীরে
আধখানি গান তব, সে অর্দ্ধেক আজি অন্ধকারে
উঠুক সম্পূর্ণ হয়ে। কৃষ্ণধারা তমসার তীরে
নীরবে বসিয়া দোঁহে একমনে করি অনুভব—
যেন মোরা চলে গেছি, পার হয়ে লক্ষ জন্মান্তর ;
সেথা হতে শুনিতেছি, সাঙ্গ যত অসম্পূর্ণ গান—
পূর্ণ অসম্পূর্ণ প্রেম ; আলোরে আড়াল করি' দিয়া
আড়াল করিয়া দিনু জীবনের আশা ও আশ্বাস।

হে সখী, মোদের নয় আলোক-উজ্জ্বল ভাগীরথী ;
দুজনে বসিয়া আছি, বহে ধীরে তমসা-জাহ্নবী—
আবর্ত্ত রচিছে কি না আঁখি মেলি' দেখিতে না পাই,
অনুভব করি শুধু অবিরাম চলে জলধারা—
সম্মুখ পিছন নাই, উর্দ্ধ অধঃ না হয় ঠাহর,
আলো হবে একদিন এ আঁধার এইটুকু জানি,
আর জানি, মোরা দোঁহে বাঁচিয়া রব না ততদিন।
মোদের অগীত গান, না-বলা মোদের কথাগুলি,
তমসা-জাহ্নবী তীরে চিরদিন বেড়াবে ভাসিয়া,
অন্ধকার কভু আসি উদিবে না আলোকের তীরে।

# অরণ্য-প্রান্তর

# বিষামৃত

মনোহরপুর রাজবাড়ী, তার অন্দরে এক ঘরে
মেজোরাণী কাঁদে পালঙ্কে একা শুয়ে.
রাত্রি হয়নি বেশী।
মেজোরাণী—তার বিভাবতী দেবী নাম।
মাদুলি তাবিজ ব্যর্থ হয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে সন্ন্যাসী অবধূত,
পীরের দরগা, হকিম বৈদ্য সবে—
রাণীর বয়স মাত্র বাইশ হবে।
সাতটি বছর কামনা করেছে, কামনা সে অপরূপ,
কোল পেতে দিয়ে চেয়েছে যাহারে, দু'টি বাহু প্রসারিয়া,
শয়নে স্বপনে করেছে কামনা, কামনা কামের মাঝে ;
ঠাকুর-দেবতা পূজার মানত, যত ব্রত উপবাস
একান্ত মনে করেছে যাহার লাগি',
সে আসি' আজো না পৌঁছিল তার পেটে!
খর দু'পহরে একেলা শয়ন-ঘরে
টিপিয়া টিপিয়া দেখেছে স্তনের বোঁটা,
যে আসিবে, তার আহার আসিল কি না!
স্বামীরে বলেছে লজ্জার মাথা খেয়ে,
'সাপের স্বপন দেখেছি আজিকে ভোরে,—
খোকন এবার কোলে মোর এল বলে'।
—চুপ করে কেন, বল সে আসিবে কিনা?'
একটি, দুইটি, সাতটি বছর কাঁদে রাণী বিভাবতী,
মনোহরপুর রাজবাড়ী তার অন্দরে এক ঘরে
কাঁদে মেজোরাণী পালঙ্কে একা শুয়ে।

রামবাগানের পারুল কাঁদিছে একা,
আঁতুড় তাঁহার হয়নি এখনো শেষ,
কোলে ফুট্‌ফুটে খোকা।
কার খোকা তা' ত' জানে না সে হতভাগী—
বুক-চেরা ধন তার,
আর যারই হোক কাঁদিছে পারুলবালা,
অবোধ সে শিশু কেন এল তার কোলে
কেন এল অকারণে!
একে একে সব প্রতিবেশী যায় দেখে,
কেহ খুশী, কেহ হিংসায় জ্বলে' মরে,
কেহ বলে, 'এত আছে বড়ঘর, মরতে এখানে কেন?'
ঠিকা-ঝি হরির মাসী
বক্‌বক্‌ করে বকে বকে হ'ল সারা—
'বালাই এসেছে, বালাই বিদেয় কর!'
রামবাগানের মাঠের বাড়ীতে নোংরা আঁতুড়-ঘরে
পারুল কাঁদিছে, খোকা এল তার কোলে—
কাঁদিছে পারুলবালা।

মনোহরপুর রাজবাড়ী, তার উঠানে দাওয়ায় বসি'
জটল্লা করে দাসী পাঁচজনে মিলে,
গিন্নিরাণী সে আভাস দিলেন কবে—
বাঁজা মেজোরাণী; বংশ রাখিতে আসিবে নূতন বধূ,
হতেছে পাত্রী খোঁজা।
খাস-ঝি তরীর মুখে
কঠিন খবর পঁহুছিয়া গেছে মেজোবউরাণী-কানে।

শীতের দ্বিপ্রহরে
বাতায়ন-পথে চাহিয়া দূরের পানে
দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে দেখিতেছে মেজোরাণী—
সুমুখে বস্তি, তারই এক ঘরে ভিজা আঙিনায় বসি'
হারু মিস্ত্রীর একপাল ছেলেপিলে—
ভাঙা সান্‌কিতে হাতা-কয় ভাত, তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি!
দেবী ষষ্ঠীরে স্মরি'
অবিচারে তাঁর শীতের দুপুরে চোখ ভরে এল জলে।

রামবাগানের মানা-বাড়ীউলি জাঁদ্‌রেল সে যে অতি,
গোলাপী ভাড়াটে তার;
শীতের দুপুরে এসে গেছে ওস্তাদ,
পান খায়, আর পিক ফেলে, আর গান সাধে গলা ছেড়ে,
গোলাপী সে গরবিনী।
তারি মাঝখানে আসে যায় বাবু কত,
আসে, বসে, আর ফিরে যায় তাড়া খেয়ে—
কাঁচুমাচু ওস্তাদ।
বলে, 'বিবিজান না হয় আজিকে থাক।'
গোলাপী সে হাসে, হাসে আর বলে সুমুখে বাড়ায়ে হাত,
'ও ঘরের ঐ পারুলের কচি ছেলে
সন্ধ্যা না হতে কেবল চেঁচায়, এমন কাঁদুনে ছেলে—
নোটিস দিয়েছে মানা-বাড়ীউলি তারে,
ভাড়াও তাহার বাকী পড়ে গেছে তিন-চার মাস হবে।
আজকাল তার বাবুরা কেহ না আসে।
দুপুরে ঘুমায় সেটা—
এই ফাঁকে সেই গানখানা নেব তুলে।'

মনোহরপুর রাজবাড়ী,—সেথা মেজোরাণী আজ নাই ;
গিয়াছে বাপের বাড়ী।
এই ফাল্‌গুনে আসিবে নূতন বধূ,
দুর্ব্বলা নারী, নূতন বধূরে লইবে বরণ করি'
বুকে নাই তার ততটুকু উদারতা!
বাপের বাড়ীর ভাত
আছে গিলিবার, কষ্টে তাহাই গেলে,
মা-মরা দাদার মেয়ে—
তারে বুকে নিয়ে দীর্ঘনিশাসে সকাল-সন্ধ্যা কাটে।

রামবাগানের মাঠে
সন্ধ্যার মুখে মানুষের সে কি ভীড়!
মোটর হইতে কেহ নামে, কেহ মুখ ঢাকে আলোয়ানে ;
দালালেরা দেখে পানের দোকানে বসি'—
'পারুলবিবি? সে হবে না, হবে না বাবু,
আসিতে হইবে রাত বারোটার পরে—
লাগিবে বিশঠো টাকা!'
গোলাপী ক্ষুণ্ণ মনে
বাঁয়া-তবলার সাথে সাথে তার মিলাইতে চাহে গলা,
খনে খনে তাল কাটে।
সুমুখেতে ঠিক পারুলবালার ঘরে
ঠুংরীর সুর বাতাসে বিকল করে—
গোলাপীর বাবু তাই শোনে কান পেতে।

পারুলের ছেলে হারু মিস্ত্রীর ঘরে
ভাঙা সান্‌কিতে ভাত খায় খুঁটে খুঁটে।

## হুইস্‌ল

নিঝুম শীতের রাত্রি জড়িমা-মাখা ;
কুয়াশার ভারে প্রহর হয়েছে ভারী,
গাঢ় হইয়াছে তম,
লেপ-ঢাকা ধরা মূর্চ্ছা-বিবশ যেন।

মশারা অলস, সার দিয়া বসিয়াছে
ধনীর দুয়ারে দীন ভিখারীর মত
মশারির চারি পাশে ;
টেবিলের ঘড়ি টিকটিক করি' শীতেরে ব্যঙ্গ করে।
ঘরের কোণেতে মিটিমিটি জ্বলে আলো।
পথ-পুলিসের ক্লান্ত চোখের পাতা—
দুইটা বাজিয়া গেছে।

বন্ধ হয়েছে পথে লোক-চলাচল,
ফাঁকা গড়পাড় রোড ;
একটি কি দু'টি মোটর ছুটেছে এলোমেলো বাঁকা চালে
দূরে বড় রাস্তায় ;
হুস্ করে হর্ণ একটানা বেজে কোথায় মিলায়ে যায়।
ফীটন গাড়ীর ঘোড়ার পায়ের ধ্বনি
পীচ্‌ঢালা পথে খট্‌খট্ করি' বাড়ীর দেয়ালে ঠেকে,
কানে এসে বাজে মধ্যযুগের সুর—
যেন রাজকন্যারে

হরণ করিয়া বিদেশী দস্যু অশ্ববল্গা টানি'
পিছনে ফিরিয়া দেখিছে গর্ব্বভরে।

মৃত কফিনের মত
ঠুনঠুন করি' ক্বচিৎ কখনো রিক্সা চলিয়া যায়;
মাতাল শুইয়া তাতে—
দাম দিয়া কেনা নেশার ভারেতে ভারী দামী মাথাখানি
ঝুলিয়া কখন পড়িয়াছে একধারে।
ফেলে-আসা প্রিয়া অঘোরে ঘুমায় ঘরে,
ফিরিয়া আসিবে প্রিয়তম বলি' জাগিছে যে আর জন—
তারো কোলে নাই মাথা।

মশারির তলে লেপে ঢাকা দেহ নেহাৎ নিরুদ্বেগে
স্বামী-স্ত্রী শুয়ে পাশাপাশি দুইজন।
রুদ্ধ-দুয়ার বাতায়ন সব ক'টি;
নিদ্রিত নিঃশ্বাসে
শীতল কক্ষ গরম হয়েছে কিছু—
তিনটা বাজিল রাত।

শয্যায় জেগে বসিল সহসা নারী,
ঘুম-ভাঙা চোখে কালো শঙ্কার ছায়া।
চাহিয়া স্বামীর পানে
শিহরিয়া ভাবে, হঠাৎ একি এ হ'ল,
কেন করে ভয় ভয়!
আতঙ্কে দুই চক্ষু বুজিয়া আসে,
রুদ্ধ দুয়ার বাতায়ন পানে চায়।

জানালা বন্ধ, দ্বারে অর্গল আঁটা,
স্বামীর বক্ষে গাঢ় সুপ্তির ওঠে পড়ে নিঃশ্বাস।
কেন তবে হেন ভুল!
মনে হ'ল তার এখনি সে দেখিয়াছে—
না, না, সে ভয়ঙ্কর!
ভাবিতেও ভয় হয়!

মনের বিকার—সে ভীষণে দিতে ফাঁকি
রমণী নয়ন মুদি'
মাথা ঢাকি' লেপে শুইল স্বামীর পাশে;
দুই বাহু দিয়া বক্ষে তাহারে টানি
করে অনুভব ধুক্‌ধুক্ করা জীবনের স্পন্দন।

আবার আবার ওই
হিম আকাশের ছিঁড়ি' বায়ুমণ্ডল,
ছিঁড়ি' রাত্রির কুয়াশা-জড়িত তম
দূরে কোথা যেন করুণ তীব্রতায়
কেঁপে কেঁপে ওঠে, কাঁপিয়া মিলায় আর্ত্ত বিলাপধ্বনি,
কাঁপে মানুষের মন।
ঘুম-ভাঙা নারী আবার কাঁপিল ডরে,
আবার উঠিয়া বসে' দুই হাতে চাপিয়া ঢাকিয়া কান
বলে, ভগবান, তুমিই রক্ষা কর।
দুই চোখে তার কান্নার বান ডাকে,
দৃষ্টি যতই ঝাপ্‌সা চোখের জলে
তত বেড়ে যায় মনের সে বিভীষিকা।

বেশী কিছু নয়, শিয়ালদহতে শান্টিং করে ট্রেন,
শান্টিং করে আর দেয় হুইস্‌ল—
শান্ত স্তব্ধ শীতরজনীর মুখর উপদ্রব।
মুখর তবুও রজনীর নীরবতা
ভাঙিয়া মুহুর্মুহু,
অন্ধকারেরে চিরিয়া চিরিয়া অধিক প্রগাঢ় করে।

নিদ্রার ঘোরে শুনি' এই হুইস্‌ল
রমণী জাগিয়া বসে,
রমণী পেয়েছে ভয়।
ভয়েতে কাঁপিয়া স্বামীর পরশ খোঁজে—
বাতাস-কাঁপানো তীক্ষ্ণ তীব্র সুর
মনের তন্ত্রী সহসা ছিঁড়েছে তার,
বিঁধিয়াছে অন্তর।
হুইস্‌ল শুধু হুইস্‌লধ্বনি নহে;
শীতরজনীর শীতল অন্ধকারে
বন্ধ জানালাদ্বার।

মনে হয় তার, কেন জানি মনে হয়,
দূরে কোথা কারা অতিপরিচিত প্রিয় প্রিয়জন ছাড়ি'
যাত্রা করিছে অসীম অজানা পথে,
আসিবে না ফিরে আর।
হুইস্‌লধ্বনি যেন দৈত্যের বাহু,
যেন মৃত্যুর কালো সে করাল ছায়া—
ছিঁড়িয়া লইবে প্রিয় হতে প্রিয়জনে।

দ্রুত-কম্পিত তীক্ষ্ণধ্বনির মাঝে
লক্ষ যুগের বিরহ-বেদনা জমাট বাঁধিয়া আছে,
সে ঘন-বেদনা তরল হইয়া শূন্যে তুলিয়া ঢেউ
দূর হতে ক্রমে ছড়ায় দূরান্তরে।
তীক্ষ্ণ সূচের মত
অস্থি-মাংস ভেদ করি' ক্রমে পশে অন্তর মাঝে;
রূঢ় মরণের মূক বিচ্ছেদ সম
প্রিয় ও প্রিয়ের মাঝে রচে ব্যবধান।

যেমনি কর্ণে পশিয়াছে এই সুর,
পাশে শুয়ে স্বামী, মনে হ'ল পাশে নাই—
যেন কোথা দূরে যুগ-যুগান্ত পারে
ওঠে পড়ে তার বক্ষের নিঃশ্বাস।
ধরা নাহি যায়, ছোঁয়া নাহি যায় তারে,
ব্যগ্র ব্যাকুল বাহু ফিরে আসে শূন্যে আহত হয়ে,
চোখ ভরে' আসে জলে।

মনে হ'ল যেন গুমরি' গুমরি' কাঁদে—
মাটির আঁধারে লক্ষ যুগের লক্ষ ব্যথিত হিয়া।
প্রিয়হারা নারী ধূলায় লুটায়ে কাঁদে,
সন্তানহারা অশ্রু-অন্ধ মাতা;
হাতে-গড়া ছেলে অকালে মরেছে, হতভাগা পিতা কাঁদে,
জলহীন চোখ, মূক ক্রন্দনে কাঁদে;
নীলাকাশ কালো ব্যথিত দীর্ঘশ্বাসে।
সব মিলে সেই জমানো কান্না মাটির গর্ভ ত্যজি'—
আঁধার শূন্যে ধরে হুইস্‌লরূপ;

সিঁথির সিঁদুর লেপে মুছে যায় সতী রমণীর শিরে,
এয়োতীর নোয়া ভেঙে হয় খান খান।

* * *

বৎসর গত, তেমনই শীতের রাতি,
রমণী জাগিয়া বসিয়া তাহার নিরালা শয্যা'পরে—
তিনটা বাজিল রাত।
হাতে নোয়া আর সিঁথিতে সিঁদুর নাই।
শিয়ালদহেতে শান্টিং করা ট্রেন
ঘন দেয় হুইস্‌ল।
হুইস্‌ল নয়, যেন মৃদু ইঙ্গিত ;
দূরে কোথা প্রিয় প্রতীক্ষা করে বনের আড়ালে একা—
অভিসারিকারে হুইস্‌লে দিল ডাক।

নারী জুড়ি' দুই কর
প্রিয়েরে অথবা দেবতারে তার শান্ত প্রণাম করে ;
মুখে অস্ফুট বলে—
আর দেরী নয়, আমি যাব, আমি যাব,
পেয়েছি শুনিতে হে প্রিয়, তোমার ডাক।
শান্ত রমণী আবার শয়ন করে,
মধুর ঘুমেতে রজনী প্রভাত হয়।

# সরস্বতী

খুঁজিয়া পেনু হারানো আপনারে।

কবে কখন করেছিলাম যাত্রা আমার সুরু
ভিন্ গাঁয়েতে পেরিয়ে নদীবন,
বাঁধানো কভু কখনো মেঠোপথ,
কখনো চর, কখনো ডাঙা, কখনো জলাভূমি।
মায়ের কোলে রূপকথাতে শোনা—
তেপান্তরের মাঠের মাঝে দেউল একখানি ;
দেউল, তবু পদ্মবনের মাঝে
হংসারূঢ়া আমার সরস্বতী
বাজান একা হাতের বীণাটিরে।

মায়ের কোল কখন কবে ছেড়ে
নেমেছিলাম কালো কঠিন ভুঁয়ে ;
উষর ডাঙা, অলস বালুনদী,
একটি দুটি কাঁটাখেজুর, দীর্ঘদেহ তাল,
গহন বন, খরস্রোতা নদী,
কাঁকর দিয়ে সাজানো রাজপথ ;
বাউরিপাড়া—মুর্গি-ছাগল-হাঁস,
কুমোরবাড়ীর আঙিনাতে মাচায় ঝোলে লাউ,
চপল লোকালয় ;
সুমুখে আর পিছনে দেখি যাত্রী চলে নানা।

পথের জনতায়
হারিয়ে ফেলে কখনো আপনারে

আপন মনে চলিয়া এনু সারাটা পথ ধরি'—
কলহ-কোলাহলে
কখনো মনে জমেছে বিষ, কখনো ধূলিজালে
হয়েছে কালো আমার দশদিশি।
বিপথপথে অনেক ঘুরে ঘুরে
অনেক বাট, অনেক ঘাট দিয়ে
পেরিয়ে কত শহর লোকালয়
হাজার লক্ষ তেপান্তরের মাঠ—
কোথাও নাই রূপকথাতে শোনা
হংসারূঢ়া আমার সরস্বতী।

খুঁজিতে তাঁরে দিগ্বিদিকে চলিছে ছুটাছুটি,
বাণীপূজার ছলে
পৃথিবী জুড়ে গাঁয়ের হাটে হাটে
বেচাকেনার বসেছে জোর মেলা।
সাজিয়ে তুলে' নকল সরস্বতী
কমলা-কৃপা মাগিতে সবে ফিকির খোঁজে নানা।

ক্লান্তদেহে ফিরিনু আমি দীর্ঘপথ ধরি',
শান্তমনে বসিনু এসে ঘরের বাতায়নে,
ঘুমায়ে পড়িলাম।

জাগিয়া আজ খুঁজিয়া পেনু হারানো আপনারে;
আমারই মন জুড়ে
বসিয়া আছে আমার সরস্বতী।

আকাশ-সাগর

অবশেষে দেবী, তোমারই চরণতলে
শ্রদ্ধা-প্রেমের অর্ঘ্য আনিনু বহি' ;
বিপথে ঘুরিয়া তোমাতে আমার সমাপ্ত পথচলা।
জননী-জঠরে আমার অতীত, নমোনমোনমঃ—নমি আমি জননীরে,
নমোনমোনমঃ, তোমার গর্ভে আমার ভবিষ্যৎ।
দাঁড়ায়েছি করজোড়ে,
বুঝিতেছি, কেন শিবশঙ্কর বক্ষ পাতিয়া বন্দিল শিবানীরে।
নীলকণ্ঠের বিষপান করি' তুমি দেবী, তুমি কালী সে ভয়ঙ্করী,
নমামি দিগম্বরী,
মহাসাগরের আবরণ শুধু অসীম আকাশ আছে।

ভুল করে' দেবী সাগর-স্বপ্ন দেখিয়াছি গোষ্পদে,
সাগর দেখেছি কূপ বাপী সরোবরে ;
নির্ঝরিণীর কুলুকুলু জলে কখনো দেখেছি ফেলিয়াছে ক্ষীণ ছায়া
অতি লঘু মেঘ, মেঘ সে চপল অতি।
আমার আকাশ ঢাকিয়া গিয়াছে অকারণ কালো মেঘে,
আকাশে সাগরে ঘটিয়াছে ব্যবধান।

ব্যবধান আজ ঘুচিয়াছে দেবী, আমি আসিয়াছি সম্ভ্রমে ভয়ে ভয়ে,
দাঁড়ায়েছি করজোড়ে—
ভবিষ্যতের তমসাতীর্থে ভ্রান্ত পথিকে দেবী,
তুমি লয়ে চল অসহায় হাত ধরি' ;
অনাগত সেই তিমিরে মিশাও অতীত অন্ধকার।

বর্ত্তমানের বিজলী-ঝলক মাঝে
ত্রাসে কেঁপে উঠি তুমি আর আমি কত বার বার দেবী,
ভুল করিয়াছি জড়াতে পরস্পরে ;
বহুভ্রান্তিতে উঠিয়াছে হলাহল—
সেই হলাহল একেলা করেছি পান।
আজ বেলাশেষে বিষজর্জ্জর আসিয়াছি আমি তব মন্দিরদ্বারে,
বর্ত্তমানের ঘৃতদীপালোকে হে দেবী, আমার হাতখানি তুমি ধর।

ভবিষ্যতের দীপ জ্বালি' দিয়া তুমি আর আমি নিঃশেষে যাব মরি',
পুড়ে ছাই হবে হতাশ বর্ত্তমান ;
অতীতে হইবে লীন।
সেই অতীতের আঁধারগর্ভ হতে
অন্ধনয়ন মেলিয়া দেখিব ভবিষ্যতের তমসাসিন্ধুকূলে
সারি সারি সারি জ্বলিছে বাসনাদীপ,
চলে আমাদের পূজারতি যেন মহাকাল-মন্দিরে।

হে দেবী, যে পথে নামিয়া এসেছি হিমালয়-চূড়া হতে
উপলমুখর নির্ঝর-কূলে-কূলে,
সেইপথ কবে হারায়ে গিয়াছে অরণ্যপ্রান্তরে।
তোমাতে আমাতে অপরিচয়ের দেখা হ'ল বার বার,
বার বার ছাড়াছাড়ি।
বেলাশেষে আজ ছোটগ্রামখানি, তোমারে পড়িল মনে।
অস্তরবির রঙ ধরিয়াছে দূর বনানীর শিরে,
একা তালগাছ দাঁড়াইয়া আছে সীমাহীন প্রান্তরে।
ঘট কাঁখে তুমি চলিয়াছ একা সরোবরে বাঁধাঘাটে,

সীমন্তে সিন্দুর—
চিতার আগুন সন্ধ্যা-অন্ধকারে।
রৌদ্র-পীড়িত দিবস আমার, তপ্তপথের ধূলিধূসরিত জ্বালা,
সরোবর-নীরে যেন সুশীতল হ'ল ;
তোমারে প্রণাম করি'
দেবতারে মোর বন্দনা করিলাম।

সন্ধ্যা নামিল, স্নান শেষ কর দেবী,
তুলসীমঞ্চে জ্বালিতে হইবে দীপ—
আমি র'ব পিছে পিছে,
করজোড়ে শুধু রহিব দাঁড়ায়ে উঠানের একধারে।

প্রণাম সারিয়া উঠিবে যখন তুমি,
দেখিতে পাইবে আমার আকাশে সারি সারি দীপ জ্বালা,
তোমার সাগরে যুগযুগ ধরি' কাঁপিবে তাহারি ছায়া।